রেফারেল (আকর) **এছ**

রেফারেল (আক্র) গ্রন্থ করেন CHARU-NITI PATHA

OR.

ENTERTAINING LESSONS IN MORALS,
BEING

A COLLECTION OF DIDACTIC TALES & ANECHOTES

WITB

A FEW MORAL ESSAYS.

BY

KALIKRISHNA DATTA.

--- C8/2000

চাৰুনীতি-পাঠ

ঐকালীকৃষ্ণ দত্ত

প্রেণীত।

PUBLISHED BY MESSES K.C. DAN AND CO.

No. 11 College Square,

CALCUTTA.

PRINTED BY R. K. MOOKERJEE.

AT THE

"SANSAR PRESS" No. 43 COSSIPORE ROAD.

1884.





আত্মীয়বর্গের আশাস্থল ও ভাবী সমাজের উপাদান বালকগণ দিন দিন ছর্কিনীত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বালকগণ পিতা মাতা শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনকে তাদৃশ সন্মাননা করিয়া চলে না, তাহারা কুনীতি-প্রণোদিত আচরণের দারা গৃহে গৃহে মহা অশাস্তি ও উপদ্রব উপস্থিত করিতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহারা বিদ্যালয়ে গমন করিয়া থাকে, তাহাদের মানসিক বৃত্তিনিচয়ও দিন দিন বিক্সিত হয়, কিন্তু বিদ্যা তাহা-দিগকে বিনয়ী করিতে পারে না। জ্ঞানরত্ন সমন্বিত হইয়া কোথায় তাহারা ফলভরে অবনত পাদপদদৃশ শোভা ধারণ করিবে, কোণায় তাহারা চরিত্রবান হইয়া বিমল মুখগ্রী দারা পরিবার, সমাজ ও সামাজ্যের মুখোজ্ঞল করিবে, না তাহারা শিথিল-চরিত্র হইরা সকল গুভ আশার মূলে কুঠারাঘাত করিতেছে, ইহা কি অন আক্ষেপ ও বিভয়নার বিষয়। স্থকুমারমতি বালকগণের চরিত্রের এরপ বিপর্যায় ঘটে কেন, কি 'উপায়ে তাহারা বিদ্যাশিক্ষার' সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের বিমল সৌন্দর্য্যে ভূষিত হইতে পারে, ইহা কি অবশ্য চিন্তনীয় নহে ?

শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে বতই নত বৈধ থাকুক, শিক্ষার আবশ্যকত। সম্বন্ধে আদৌ মতের বিভিন্নতা হইতে পারে না। প্রকৃতি-নিহ্তিত গুণরাশি বিকাশ করিতে, শিক্ষা ভিন্ন কে সমর্থ হয়?

কেনা অ্বগত আছেন যে এই শিক্ষারই অভাবে চরিত্রে সেই দকল দদ্ভণ প্রকৃটিত হওয়া দূরে থাকুক, অমুরেই বিনষ্ট হুইয়া পাকে। বালকগণের চরিত্রগঠন সম্বন্ধে যে সকল শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, তন্মধ্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষা বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে ; বালকেরা শিক্ষা দারা এরূপ বিক্তভাবাপর হইতেছে, কোন্ বিবেচক ও বৃদ্ধিমান ব্যক্তি এরপ ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ? শিক্ষার কেত্র অনীম। প্রকৃতরূপে এই কেত্রে কার্য্য হইলে, শিক্ষা স্থকল ব্যতিরেকে কুফল কথনই প্রস্ব করিবে ना। त्व भिक्षा, भंतीत, मन ও আত্মাকে পরস্পর অবিরোধে পরিপুষ্ট করে,—দেই সমঞ্জমীভূত শিক্ষা হুর্ভাগ্যক্রমে আজকাল দেশ মধ্যে অতীব বিরল হইরা উঠিয়াছে। বালকেরা যে ভাবে অধিকাংশ স্থলে শিক্ষিত হইতেছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া বায় যে মনোবুত্তি মতেজ করাই যেন এই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য। শরীরের প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে, আত্মার কি দশা হইতেছে তাহা বিবেচনা করিতে হইবে. ইহা যেন আদৌ চিন্তনীয় বিষয় নহে। সৌভাগ্যক্রমে কিয়দিনাবধি বিদ্যালয়ে নীতিশিক্ষা প্রদান অত্যন্ত আবশ্যক, এইরূপ একটা রব উথিত হইয়াছে। কিন্তু এই রব অনুসারে কতদূর কার্য্য হইতেছে দেখিতে গেলে ঘোর নৈরাশো পতিত হইতে হয়। অতি অল্প বিদ্যালয়ে নীটতি শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র সময় নির্দিষ্ট হইরা থাকে, বা এই শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ পঠিত হয়। অপরম্ভ উক্তবিধ গ্রন্থ পঠিত হইলেও অধ্যাপনার দোষে উহা তাদুশ ফলপ্রদ হয় না। কিন্তু ইহাও অবশ্য স্থীকার্য্য

বে এই প্রকার গ্রন্থের অভাবও বড় মন্ন নহে। এই অভাব দ্বীকরণার্থে কোন কোন সিবিদান নহায়া চেষ্টা করিতেছেন, ইহা অপেক্ষা আহলাদের বিষর কি হইতে পারে ? কিন্তু এই অভাবের আধিক্য হেতু আমার ন্যায় ক্ষুদ্রধীরও কিছু করিবার আছে হৃদরঙ্গন করিয়া, নীতিশিক্ষারূপ স্থানহৎ কার্য্যে কগঞ্চিং সাহায়্য করিবার মানদে, আনি এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রবার সাহায়া ইহারে বেকেবলই বিদ্যালয়ের পাঠ্য গ্রন্থরে বাবহৃত হইবে বলিয়া লিখিত হইয়াছে এরূপ নহে, কিন্তু প্রত্যেক গ্রের বালক বালিকার করকমলে ইহার এক এক থণ্ড শোভা পায়, ইহাও গ্রন্থকারের একান্ত বাঞ্চনীয়।

উপসংহারে ইহাও ব্যক্তব্য বে এই গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ
ধর্মবন্ধ, সথা, সময় ও বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।
সেই সকল প্রবন্ধ ও তাহার সহিত ছই একটা নৃতন প্রবন্ধ
সংঘোজন করিয়া পুস্তকাকারে সাধারণের গোচর করিতে সাহসী
হইলাম। এন্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে এই গ্রন্থের
শেষ ভাগে যে করেকটা প্রবন্ধ দেওয়া হইয়াছে তাহার ভাষা
পূর্ম্বভাগের গ্রন্থ-মূলক নৈতিক উপদেশ অপেক্ষা অনেক
কঠিন, কারণ ইহা শুদ্ধ বিদ্যালয়ের নিয় বা মধ্য শ্রেণীস্থ
বালক বালিকাগণের পাঠ্য গ্রন্থরূপে ব্যবহৃত হইবে বলিয়া
লিখিত হয় নাই; কিন্তু ইহা উচ্চ শ্রেণীস্থ বালক বালিকা ও
সাধারণের পাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে একটু স্থান লাভ করিতে
পায় ইহাও লেখকের আন্তরিক বাসনা।

্পরিশেষে বিশেষ ক্বতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি

নে কলিকাতার স্থবিখ্যাত সিটী কলেজের অধ্যক্ষ ও বামাবোধিনী প্রতিকার স্থানগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচক্র
দত্ত নহাশর পুত্তক থানি আল্যোপান্ত যত্নপূর্বক দেখিয়া
দিয়াছেন এবং প্রুক্ত সংশোধনে সাহায্য করিয়াছেন।
ভূতপূর্ব কাশীনাথ স্থলের প্রধানশিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু রাজকুনার ম্থোপাধ্যার মহাশর এবং উক্ত বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ববি

সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু মহিমাচক্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়, উভয়েই
আমাকে বিশেব উৎসাহ ও সাহাব্য দান করিয়াছেন। উল্লিথিত মহায়াদিগের নিকট আমি চিরক্লভক্ততা পাশে আবক্র
রহিলাম। সহোলর-প্রতিম ভাই ভবনাথ চট্টোপাধ্যায়ও সময়ে
সমরে প্রুক্ত কাংশাধনে আমাকে সাহাব্য করিয়া কৃতজ্ঞতার
ভাজন হইয়াছেন।

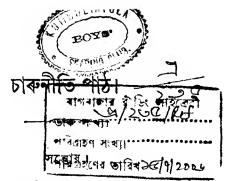
এক্ষণে আশাপূর্ণ অন্তরে প্রার্থনা করি যে, যে উদ্দেশ্য ফ্লয়ে পোষণ করিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল, স্কল সাধুস্ফল্লের পরন সহায় পর্যেশ্রের ইচ্ছাত্র তাহা যেন সফল হয়।

আত্মোরতি বিধারিনী সভা বরাহনগর। বীকালীকৃষ্ণ দত্ত। ২৬শে ভাদ্র, বসান্ধ ১২৯১।

সূচীপত্র।

বিষয়					পৃষ্ঠা	ł
मत्स्रांच		•••	•••	•••	>	
এক জ্ঞানাভিমানী গ	পণ্ডিত ও	3 একটী	কুদ্ৰবালক	•••	8	
অভুত কৰ্ত্তব্য সাধন	₹ .	•••	•••	•••	œ.	1
নিভঁর-হীনতা		•••		•••	٩	
নির্ভরশীলতা		•••	•••	•••	ь	
জগতে কুদ্ৰ বা সাম	ান্য কি	?	•••	•••	>•	
বিনয়		••	•••	•••	>2	
ক্রোধোদয়ের কার	१ निर्फ	ণ ও তঃ	ার্ত্তির উপায়	•••	2¢	
শাধুতার দারা অ শা	ধুতাকে	জয় কৰি	ब्रेटव	•••	59	
'' আহা, এক একট	गै देखिय	যে অন	ন্ত স্থাবে প্র	দ্ৰবণ,		
তাহা ত জানিতাম	না ''		•••	•••	२¢	
" অবন্ধ্যং দিবসং ন	কুৰ্য্যাৎ	ধৰ্মাধ্যয়	নকর্মস্থ ''	•••	৩১	
রিপুদমনের উপায়			•••	•••	৩২	
সাধু বাঁহার সঙ্গল,	দ্বীর তাঁ	হার সহ	tय	•••	৩১	
মনোযোগ-সাধন	•••		•••	•••	೦ೕ	
জ্ঞান-সাধন	•••		•••	• . •	8 •	
শিশু-জীবন	•••		•••	•••	88	
জীবনের উদ্দেশ্য	•••		•••	•••	(•	
জাতীয় অভ্যুথান	•••		•••	•••	৫৬	
্সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব			•••	•••	40	

通可 (を付下) にたれたとう



মার্টিন নামে এক দরিদ্র বালক পত্রবাহকের কার্য্য করিরা ।
জীবিকা নির্ন্থাই করিত। এক দিবস কোন দূরবর্তী প্রাম হইতে ফিরিয়ং আসিবার সময় অত্যন্ত ক্লান্তিবোধ হওয়াতে, পথপার্শ্বে একটা সরাইয়ের বহির্দারের নিকট এক বৃহৎ বৃক্ষের স্থশীতল ছায়ায় উপবিষ্ট হইয়া সে বিশ্রাম করিতে লাগিল। তাহার সঙ্গে এক থণ্ড কটা ছিল। কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মার্টিন কটা খাইতেছে এমন সময়ে দেখিতে পাইল একথানি স্থলর গাড়ী ঐ পাহশালার ভাতিমুখে আসিতিছে, তাহাতে একটা যুবা ভদ্রলোক ও তাহার শিক্ষক মহশেয় আরুছ ছিলেন। সরাইরক্ষক ছারে গাড়ী আসিবামাত্র বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে জিজ্ঞানা করিল, "আপনারা কি গাড়ী হইতে নামিবেন ?" পথিকেরা বলিলেন, "আমাদের নামিবার সময় নাই, গাড়ীতেই খাবার আনিয়া দাও।"

ইতিমধ্যে মার্টিন অভিনিবিষ্টচিত্তে উহাদিগকে দেখিতেছে, আর এক একৰার আপনার সেই কদর্য্য খাদ্য আর নিক্ষষ্ট পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। এইক্রপ করিতে করিতে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধকুট স্বরে বলিতে লাগিল, "হা অদৃষ্ট। আমি এই দরিক্ত পত্রবাহক মার্টিন না হইয়া যদি ঐ যুবা ভদ্রলোক হইতাম— হায়। উনি যদি আমার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করেন।"

ঐ যুবার শিক্ষক মার্টিনের অগোচরে ভাহার সমস্ত কথা শুনিরা ছাত্রকে সমৃদর জ্ঞাত করিলেন। তাহাতে যুবক গাড়ী হইতে মুথ বাহির করিয়া মার্টিনকে নিকটে আসিতে সঙ্কেত করিলেন ' আর বলিলেন, ''কুদ্র বালক, তবে তুমি কি আমার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিবে ?''

মার্টিন তটস্থ ইইরা বলিল, ''না, না, মহাশয়! আমাকে মার্জ্জনা করুন, আমি যাহা বলিয়াছি তাহাতে আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না।"

ষুবক বালকের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, ''আমি তোমার প্রতি রাগ করি নাই, বরং আমি তোমার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে সর্কান্তঃকরণে ইচ্ছা করি।''

মার্টিন বলিল, "না মহাশর! আপনি পরিহাস করিতেছেন, আপনার মত ভক্র ধনাত্য যুবকের কথা দূরে থাকুক, এ জগতে এমন কেহই নাই যে আমার ন্যার হতভাগার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে চাহে। আমাকে প্রত্যহ অনেক ক্রোশ করিরা হাঁটিতে এবং যৎসামান্য ক্ষোপার্জ্জিত আহারে দিনপাত করিতে হয়।"

যুবক বলিলেন, ''ভাল, আমার যাহা নাই,কিন্ত তোমার আছে তাহা যদি আমাকে দাও, আমি তাহাহইলে আমার যাহা কিছু আছে, সমস্তই তোমাকে প্রতিদান করিতে পারি।" মার্টিন অবাক হইয়া এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। শিক্ষক বালককে নির্মন্তর দেখিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "তুমি কি এই প্রকার বিনিময়ে স্বীকৃত আছ ?"

মার্টিন বলিল, "সত্য সত্যই আমি সম্মত আছি, কিন্তু আমার বোধ হয় আপনারা আমার সহিত বিজ্ঞপ করিতেছেন। আহা! তাহা হইলে আমাদের গ্রামের লোকেরা এই উৎকৃষ্ট গাড়ী করিয়া আমাকে বাড়ী আসিতে দেখিয়া কেমন আশ্চর্য্য হইবে।" এই চিম্ভা করিয়া বালক ঈষৎ হাস্য করিল।

ঐ যুবা ভদ্রলোক আপনার ভ্তাদিগকে ডাকিলেন। আদেশ নাত্র ভাহারা দ্বার খুলিয়া তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামিতে সাহায্য করিল; কিন্তু যথন মার্টিন দেখিল যে যুবার পদদম্ব সম্পূর্ণরূপে টুলচ্ছক্তিরহিত, তথন তাহার বিস্নয়ের অবধি রহিল না। আর একটু অভিনিবেশ সহকারে মার্টিন দেখিতে পাইল ভদ্রলোকটা কেবল যে থঞ্জ তাহা নহে, তাহার বদন চিররোগীর ন্যায় মলিন ও কশ। যুবা মার্টিনের দিকে চাহিয়া ঈষং হাস্য পূর্বাক বলিলেন, "তবে বালক! ভ্রমি কি আমার সহিত ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছাকর? ভুমি কি আমারে এই অকিঞ্চিৎকর যান ও বসনের বিনিময়ে দান করিতে (যদি এরপ করা সম্ভব হয়) সম্মত আছ ?"

মার্টিন বলিল, ''না, মহাশ্য়! সুমস্ত জগতের বিনিময়ে আমার এই অমূল্য অধিকার হস্তাস্তর করিতে প্রস্তুত নহি।''

"এদিকে যুবা ভদ্রলোকও বলিলেন, আমি ষদি স্বেচ্ছামত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যবহার করিতে পারি, তাহাহইলে আমি দীন তুঃথী হইলেও আপনাকে পরম স্থাীও ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিব। কিন্ত যেহেতৃ পরমেশরের ইচ্ছা যে আনি এ প্রকার থঞ্জ ও কগ্ন থাকি, আমি সাধ্যমত সহিষ্ণু ও সন্তই থাকিতে সর্বান চেষ্টা করি এবং ঈশর আমাকে দয়া করিয়া অপরাপর যে সকল স্থথ প্রদান করিয়াছেন তাইার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। হে বালক! তুমিও সেই প্রকার করিবে। সর্বাদা শর্ণ করিবে যে দয়াময় ঈশর তোমাকে স্বাস্থ্য ও বলকপ যে অম্ল্য সম্পত্তি দিয়াছেন, তাহা উৎকৃষ্ট যান বা অশ্বের ন্যায় সামান্য পদার্থের সহিত কথনই বিনিময় হইবার নহে।"

এক জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত ও একটী ক্ষুদ্র বালক।

এক জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত ঈশ্বরের শ্বরূপ সম্যক্ষ ক্ষরপ করিবার জন্য ক্তসঙ্কল্ল হইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্র হইলেন, কিন্তু কিছুই বোধগন্য করিতে না পারিয়া অবশেষে ভগ্রহদ্যে জলমগ্র হইয়া প্রাণত্যাগ করিবাব জন্য সম্দ্রতীরে গমন করিলেন। তিনি সম্দ্রজলে প্রাণ বিদর্জন করিবেন, কিন্তু কি জানি জীবনের প্রতি কেমন আশ্চর্য্য মমতা যে সহসা ঐ হঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার হৃদ্য সক্ষ্রতিত হইল, আর তাঁহার পা উঠিল না। তিনি কিছু সম্য সম্দ্রতটে পদ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সন্মুথস্থ জলধির উপর অসংখ্য তরঙ্গের ন্যায় তাঁহার হৃদ্যে রাশি রাশি চিন্তা একটীর পর আর একটী উদ্য হইয়া বিলীন হইতেছিল। এদিকে সেই বালুকাময় তীরে একটী ক্ষুল্ল বালক গুর্তু

পু জিয়া শব্দের দারা সমুদ্র হইতে জল আনিয়া তাহার মধ্যে চালিতেছিল। ঐ অবোধ বালকের কার্য্য দৃষ্টিগোচর হওয়াতে পণ্ডিত বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, ''কুজ বালক! তুমি একি করিতেছ?'' বালক উত্তর দিল, ''কেন, আমি এই সমুদ্রের সকল জল এই গর্ত্তের মধ্যে ঢালিয়া নিঃশেষিত করিব।"

পণ্ডিত বলিলেন, "তা পারিবে ?" এই প্রশ্ন করিয়াই জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতের জ্ঞানোদয় হইল, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "কি! আমিও ত এই অবোধ বালকের ন্যায় অপরিমেয় অনস্ত বাক্য মনের অগোচর ভূমা পরমেশ্বরকে এই ক্ষুদ্র বৃদ্ধি দারা পরিমাণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলাম! হায়! হায়! আমি কি মূর্থ!" এই চিন্তা করিতে করিতে তিনি আত্মহত্যা সকল্প পরিত্যাগ করিয়া বিন্যভাবে স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ঐ পণ্ডিতের নাম উদাসীন সেণ্ট আগষ্টাইন্।
———

•ঃ
•——

অদ্ভুত কর্ত্তব্য সাধন।

ভতি ভাজন বিড্ গ্রীষ্টার সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডের অন্তর্গত নদ মিব্রিয়া প্রদেশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার শান্তি-পূর্ণ স্থানি জীবন কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন, গ্রন্থ রচনা ও ধর্ম প্রচারাদি কার্য্যে অতিবাহিত হয়। তিনি জীবনের শেষ দশার "সেন্টজন্ লিথিত স্থসমাচার গনামক পুস্তক ইংরাজী ভাষায় অন্থবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন। বোগ-শ্যাগত হইলেও মহাআর অবলম্বিত কার্য্যের

বিরাম হইল না। কতকগুলি ছাত্র তাঁহার নিকট সর্বাদা থাকিত, তিনি মুথে মুথে যাহা অনুবাদ করিতেন তাহারা তাহা লিপিবদ্ধ করিত। একদিন পীড়ার আতিশয্য বশতঃ তিনি প্রিয় ছাত্রদিগকে বলিলেন, "আমি আর কতক্ষণ জীবিত থাকিব ? প্রস্তা আমাকে অতি শীঘ্রই গ্রহণ করিবেন কি না জানি না, সম্বর লিথ।"

ঈশব কপার সে দিন নিরাপদে গত হইল। পরদিন একটী ছাত্র বলিল, "মহাশয়! এথনও আর এক অধ্যায় অবশিষ্ট রহিয়াছে, আর অধিক কথা বলিতে কি কষ্ট ও
বিরক্তি বোধ করেন ?" মহাত্মা বিড্বলিলেন, "না, কোন
ক্ট নাই, তৎপর হও, লেখনী লও, শীঘ্র লিথ।"

এইরপে সে দিবসও সন্ধ্যা পর্যান্ত আনন্দে অতিবাহিত হইল। তৎপরে যে ছাত্র তাঁহার হইয়া লিখিতেছিল, বলিয়া উঠিল, "আর একটী মাত্র বাক্য লিখিলেই হয়।'' তিনি বলি-লেন, "শীঘ্র শীঘ্র লিখ।''

কিরংক্ষণ পরে ছাত্র বলিল, "এক্ষণে সমাপ্ত হইরাছে।'' তিনি বলিলেন, "ভাল ভূমি ঠিক বলিয়াছ, দকলই ফ্রাইয়াছে, আমার মাপা ভূলিয়া ধর, এ সময় পবিত্র উপাসনা স্থানের সন্মুখে উপবিষ্ট থাকা অতি স্থথকর। আমি সেই স্থানে বিসিয়া স্বর্গীয় পিতাকে একবার ডাকি।''

এই বলিয়া মহাত্মা বিড্পরমেশ্বরের মহিমা গান করিছে করিতে শান্তিধামে গমন করিলেন।

নির্ভরহীনতা।

কোন সময়ে এক ব্যক্তি সন্ত্রীক জনৈক দূরস্থ রক্ষর গৃহে

যাইয়া তথায় একটা দিবস যাপন করিবার মানস করিয়াছিল।

একদিন মনোহর প্রভাত সময়ে তাহারা উভয়ে যাতা করিল,

কিন্তু কিছু দ্রে গমন করিয়াই স্ত্রীলোকটীর মনে পড়িল যে

তাহাদিগকে একটা জীর্ণ সেতু পার হইতে হইবে। সকলেই
বলিত যে ঐ সেতু নিরাপদ নহে।

এই চিন্তার ব্যাকুল হইরা সে তাহার স্বামীকে বলিল, "আমরা নেতুর নিকট গিয়া কি করিব? আমার ত তাহার উপর দিয়া বাইতে সাহস হইবে না, আর নদী পার হইবারও অন্য উপায় দেখি না।"

তাহার স্বামী বলিল "অহো! ঐ সেতুটার কথা আমার মনে ছিল না। হায়! যদি উহা ভগ্ন হয়, তাহা হইলে।ত আমরা পড়িয়া গিয়া জলমগ্ন হইব।"

ন্ত্রী বলিল, "তা যেন না হইল, কিন্তু যদি কোন জীর্ণ গলিত তক্তার উপর তুমি পা দেও আর তোমার পা ভালিয়া যায়, তাহাহইলে আমার ও থুকীর দশা কি হইবে ?"

তাহার স্বামী বলিল ''তাহা কেমন করিয়া জানিব, তবে বোধ হর এই হইবে যে আমি আর কাজ করিতে পারিব না এবং আমরা সকলে অনাহারে মারা বাইব।''

এইরপে নিতান্ত চিন্তাকুল ও উৎক্ষিত হইয়া তাহার।
ক্রমাগত যাইতে যাইতে অবশেষে সৈত্র নিকট আসিয়া
পৌছিল। উপস্থিত হইয়া দেখে যে তাহারা গতবারে সেতু
যে প্রকার দেখিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই নাই, তাহার

স্থানে এক নৃত্ন সেতু নির্মিত হইয়াছে। তাহারা অবাক্ হইয়া নিরাপদে সেতু উত্তীর্ণ হইল এবং ভাবিতে লাগিল বে তাহারা অমূলক ছন্চিন্তা করিয়া মিছামিছি কট্ট পাইয়াছে।

উপরে যে গল্লটী বর্ণিত হইল তাহার মধ্যে একটী অমূল্য উপদেশ রহিয়াছে। আমরা যে জগতে রাশি রাশি ছংখ দেখিতে পাই, তাহার অনেকের মূলে কি এই দেখিতে পাওয়া যায় না যে ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করিতে না পারাতে আমরা কলনার সাহাত্যে অনেক সময়ে নৃতন নৃতন বিপদের ছবি মনোমধ্যে অন্ধিত করিয়া আবার তদ্দর্শনে নিজেই ভীত ও চিস্তাকুল হই ? কবে একটা ছুর্ঘটনা বা বিপদ ঘটিবে এই ভাবিয়া অনেক সময়ে আমাদের চক্ষ্ কপালে উঠে, কিন্তু যদি আমরা নির্ভরশীল হইতে পারি, যদি মঙ্গলময় সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে; অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি, তাহাহইলে আমরা অনায়াসেই নিশ্চিন্ত ও নির্ভয় হইয়া যাই। সেই মহায়াই ধন্য যিনি সকল অবস্থায় ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া জীবন যাপন করিতে পারেন।

নির্ভরশীলতা।

"পিতা আমার ডেকের উপর আছেন ত १"

ক্ষেক বৎসর অতীত হইল কোন জাহাজের কাপ্তেন একবার সপরিবারে জনপথে গমন করিতেছিলেন। এক রজনীতে সকলে স্থথে নিদ্রা যাইতেছে, এমন সময়ে ভয়ানক ঝটিকা উথিত হইয়া পোতকে মগ্নপ্রায় করিল, জাহাজ এক- পাশ হইয়া পড়িল, এবং ইহার উপরের দ্রব্য সকল পরস্পর
সংঘর্ষিত হওয়াতে ঝন্ ঝন্ শক্ষ হইয়া উঠিল, কোনটা বা চুর্ণ
বিচ্র্ণ হইয়া গেল। আরোহিগণ প্রতিমুহুর্ত্তে ঘোরতর বিপদ
গণনা করিয়া প্রাণভয়ে আকুল হইয়া উঠিল। সকলে শয়া
পরিত্যাগ পূর্বকি সজ্জিত হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে
লাগিল।

অন্যান্য আরোহিগণের মধ্যে কাপ্তেনের একটী অন্তম বর্ষীরা কন্যা ছিল। সেই বালিকাও অপর সকলের সঙ্গে জাগ্রত হইরাছিল। সে ভীত হইরা জিজ্ঞাসা করিল "কি হইরাছে," তাহাকে বলা হইল "প্রবল ঝটকা জাহাজকে ভূমি সংলগ্ন করিয়াছে। বালিকা বলিল, "পিতা আমার চেকের উপর আছেন ত ?" বালিকা কুন্দ্র মাথাটী ভুলিয়া এই কথাগুলি বলিতেছিল, এক্ষণে তাহার পিতা 'ডেকের' উপর আছেন ভনিয়া, পুনরায় মস্তকটা উপাধানের উপর রাখিয়া, নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত মনে, সেই প্রবল তরঙ্গ ও ঝটকা সত্ত্বেও মুহুর্ভ্ত মধ্যে নিদ্রাভিত্নত হইয়া পড়িল।

ধন্য বালিকা। ধন্য তুমি। তোমার সরল নির্ভরণীকতার তুলনা কোথায় ? তুমি পিতার উপর এরূপ নির্ভর করিতে পারিলে যে সন্দেহ, অবিশ্বাস,বিপদ গণনা, এমন কি মৃত্যুভয়ও তোমার হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারিল না। তুমি অকুণ্ঠিত হৃদয়ে নিরুদ্রেগে নিদ্রা যাইলো। পিতা যথন 'ডেকের' উপর আছেন তথন আর ভয় কি? ধন্য সন্তান। ধন্য তুমি। তোমার নির্ভরশীলতা ভাবিলে আমাদের মনে বড় ঘ্রণা ও লুজার উদয় হয়। তুমি তোমার পিতার উপর নির্ভর করিয়া

অভয় হুইলে, কিন্তু আমরা এমনি ছর্বিনীত ও অহন্ধারী যে আমরা नंतन প্রাণে বিখাদপূর্ণ হৃদয়ে আমাদের পরম পিতার উপর নির্ভর করিতে পারি না। অভয়দাতা জগৎ-পিতার উপর নির্ভর করিলে যে সকল প্রকার বিপদ ও প্রলো-ভনের মধ্যে আমরা অবিচলিত ও স্থির থাকিতে পারি, এ জ্ঞান আমাদের হয় নাই, আবার এজ্ঞান থাকিলেও কার্য্যতঃ তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। ধন্য বালিকা! তুমি তোমার বিপদের সময় পিতার উপর নির্ভর করিলে, কিন্তু আমাদের कि विश्व जाशव नारे ? जामात्वत्र ज्ञानक विश्व जाहर, এমন বিপদ সময়ে সময়ে আমাদের ঘটিয়া থাকে যে স্থলে মন্তুষ্যের সহায়তা বিফল হয়, অথচ এমনই আমাদের ছর্ব্বুদ্ধি যে দে স্থলেও নিজের বলবৃদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া প্রাণে মারা যাইব, তথাপি প্রম্পিতার অভয়পদ আশ্রয় করিয়া নিরা-পদ হইতে পারি না। এ কি বিভ্যনা। অনন্ত দয়ার আধার অসীম ক্ষমতাপন্ন যে পিতা, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে কি আবার ইতস্ততঃ করিতে হয় ? প্রাণের প্রাণ ধিনি তাঁহার হস্তে প্রাণ সমর্পণে কি আবার সন্দেহ করিতে আছে ?

জগতে ক্ষুদ্র বা সাগান্য কি ?

জগতে কুদ্র বা সামান্য কাহাকে বলিব জানি না।
দেখিতে পাই কুদ্র বস্তও মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করে। রহৎ রহৎ
নদীর উৎপত্তি স্থান কুদ্র কুদ্র উৎস বা নিঝ রিণী ভিন্ন আর
কিছুই নহে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পোতের গতি কুদ্র কুদ্র কর্ণের
ছারা নিয়মিত হয়; একটা নাত্র বাক্য, দৃষ্টি, হাস্য, জ্রভঙ্গী

বা কার্য্য অতি সামান্য হইলেও অকিঞ্চিৎকর নহে, সে সকল মহান্ অনর্থ ঘটাইতে বা উপকার সাধন করিতে পারে। ইহা ভাবিয়া ক্ষুদ্র কুদ্র বিষয়ের প্রতি মনোগোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

ষদি কাহারও নিকট ঋণী থাক, সেই ঋণ অন্ন হইলেও পরিশোধ করিতে ভ্লিও না; যদি কাহার নিকট কোন অঙ্গীকার করিয়া থাক, তাহা সামান্য হইলেও সেই কথা মত কার্য্য করিতে অবহেলা করিও না; যদি কাহাকে কোন আশা দিয়া থাক, সেই আশা পূরণ করিতে অমনোযোগী রা বিস্মৃত হইও না। নিদারণ শোকসন্তপ্ত চিত্তের পক্ষে একটা স্থমধুর সান্ত্নাস্ফক বাক্য কত প্রীতিপ্রাদ তাহা কি জান না? ভীষণ বালুকামন্ম, পাদপশ্ন্য, বারিহীন মকভ্মির মধ্যে শুক্তালু শুক্ষণ্ঠ পথিকের পক্ষে এক পাত্র জল কোটা কোটা স্বর্ণ মূদ্রা অপেকা ও কি অধিকতর ম্ল্যবান নহে? ঐ যে চক্রাতপ তুলা গগণমণ্ডলে হীরকোজ্জল তারকা সকল মিটি মিটি জলতেছে, উহারা ক্ষ হইলেও কি দিগ্রাস্ত পথিককে আলোক দিয়া পথ প্রদর্শন করিতেছে না?

অতএব জগতে ক্ষুদ্র বা সামান্য বলিয়া অগ্রাহ্য করিবার কিছুই নাই।

বিনয়।

কোন সময়ে একটা ছাগল এক পর্বতের উপর একাকী যুকুছাক্রমে বিচরণ করিতেছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুক্ষের কোমল্ শাখা ও পল্লব এবং তৃণাদি ভক্ষণ করিবার জন্য সে প্রস্তর হইতে প্রস্তরান্তরে পদ বিক্ষেপ পূর্ব্বক পর্বতে আরোহণ করিতে করিতে অবশেষে একটা হুরারোহ শিথরে আসিষা উপস্থিত হইল। সেই অত্যুক্ত শৈল শিখরের পার্শ্ব দিয়া একটা নিতান্ত সন্ধীর্ণ পথ গিয়াছিল। এই পথে ছাগটা বিচরণ করিতে করিতে যেমন মোড ফিরিতে যাইতেছে, অমনি সেই অপ্রশস্ত পথে ঠিক তাহার সন্মুথে, সে আর একটা ছাগকে দেখিতে পাইল। ঐ পথ একটা ছাগ যাইবার পক্ষেও প্রশস্ত ছিল না; অতএব যদি একের পার্শ্ব দিয়া অপরটী চলিয়া যাইতে চেষ্টা করিত, উভয়কেই পর্বত হইতে স্থদূরে নিমে পড়িয়া বিনষ্ট হইতে হইত। এদিকে পশ্চাতে ফিরিবার তিলার্দ্ধ স্থান ছিল না। এক্ষণে তাহারা করে কি? এইরূপ সম্ভটে পড়িয়া হুইটা ছাগল পরস্পর পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে। কিছু দূর হইতে কোন পথিকের উহা দৃষ্টিগোচর হইল। সে নিকটস্থ গ্রামের লোকদিগকে সেই কৌতুকজনক দৃশ্য দেথাই-বার জন্য দৌডিয়া ডাকিতে গেল। দেখিতে দেখিতে দলে দলে লোক আসিয়া জুটল। ছুইটা ছাগল প্রথমে পরস্পর কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। পরে একটা ছাগল সতর্কতার সহিত প্রথমে এক তৎপরে অন্য পদটি মুড়িয়া, পর্বতের পার্শ্ব ঘেঁ সিয়া, পথের উপর গুইয়া পড়িল। তার পর অপর ছাগলটী তাহার উপর দিয়া চলিয়া গেল। এইরূপে সেই সঙ্কট স্থান হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উভয় ছাগ আবার যদুচ্ছাক্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। সমবেত গ্রামবাদিগণ সকলেই ছাগ গুটীকে নিরাপদ দেথিয়া মহোল্লাদে করতালি ধ্বনি করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত গর একটা সত্য ঘটনা। ইহা হইতে কি আমা-त्व निथिवात किছूरे नारे ? ছाগानि निक्छे জञ्जीव नगरत्र সময়ে এমন এক একটা কোতুক ও বিময়জনক আচরণ প্রদর্শন করে, যাহা দেখিলে ও যাহার অনুসরণ করিলে মনুষ্য কতই উপকার পাইতে পারেন। আমরা সচরাচর দেখিতে পাই জগতের লোক এমনই ছর্ব্বিনীত যে কেহ কাহারও নিকট মস্তক অবনত করিতে প্রস্তুত নহেন, তাই লগতে কত সময়ে কত মহান অনর্থ ঘটিয়া থাকে। একটি বিনয়্তচক বাক্য ৰা আচরণ কত সময়ে কত ভীষণ যুদ্ধ নিবারণ করিয়া কতশত মহুষ্যকে অস্বাভাবিক অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা করিতে পারিত—একটা বিনয়স্তক বাক্য বা আচরণ কত সময়ে বাতায় ভ্রাতায় অপ্রণয়, কলহ, সর্ক্ষান্তকারী মকর্দ্না প্রভৃতি ওকতর অমঙ্গল ও বিপৎপাত হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া পারিবারিক বিমল স্থাের স্রোতকে অনিকৃদ্ধ রাথিতে সক্ষ হইত—কত সময়ে কত কুপিত জনের ছক্তয় ক্রোধ, কত অভি-মানীর প্রচণ্ড অভিমান, ইত্যাকার বিসদৃশ ভাব বিদূরিত করিয়া পৃথিবীকে এক অপূর্ব্ব স্থব ও শাস্তির নিলয় করিতে পারিত। কিন্ত হায়। মহয্য সহজে নতশির হইতে চায় না। সে বুঝিবে না যে মন্তক অবনত করাতেই তাহার সমধিক গৌরব ও অমুপম শোভা হইয়া থাকে। জগতে দেথিতে পাওয়া যায় লোকে ধনজন, বলবৃদ্ধি, বিদ্যা, সৌন্দর্য্য প্রভৃতি শইরা গর্ব করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহারা विरवहना करतन मा त्य धनी यिन विनयी हन, वनवान यिन नित्रीह "इन, विद्यान् ७ त्क्षिमान यक्ति कन्नज्रावनज-शामन (2 9

সদৃশ হন, স্প্রী হইয়া যদি গর্জহীন হন, তাহা হইলে তাঁহাদের কেমন এক অপূর্জ দেবছল ত শোভা হয়, যাহা দেখিয়া লোকের প্রাণ মন মৃশ্ধ হইয়া যায়। অপরস্ক ছর্জিনীতের স্পর্জা, আক্ষালন, তাহার সগর্জ পদনিক্ষেপ ও অন্যান্য অঙ্গসঞ্চালন বিষলিপ্ত শরের ন্যায় লোককে আহত করে। স্থকোমল স্থরতি কুস্থম-বিনিন্দিতা কুমারীর সহিত উচ্চও ব্যাঘ্র সদৃশ বর্জরের মেপ্রভেদ, পূর্জ্বাক্ত ব্যক্তিগণের সহিত শেষোক্ত ব্যক্তিগণের কি তদপেকা অধিকতর প্রভেদ নহে ?

যে বিনয় এতদূর আবশ্যক তাহা যেন প্রত্যেক লোকের চরিত্রের ভূষণ হয়, কারণ শতসহস্র গুণ এক বিনয়ের অভাবে विनुश्च इरेशा गारेता। विनशी दरेत इरेल क्षेत्राक ज्लाम কোমল করিতে হইবে, নচেৎ মৌথিক বিনয়, যাহা ধূর্ত্ত স্বার্থ-পর লোকের কার্যাদিদ্ধির উপায়স্থরূপ, যাহা কেবল অসার ৰাক্যমন্ব, তাহা কথনই প্ৰকৃত "বিনন্ন" পদ বাচ্য ইতে পাৰে ना। विनशी हरेटा हरेटा (य विनश्रपूठक वाका भिथिए) হইবে তাহা নয়। যদি তোমার বাক্পটুতা না থাকে তাহাতে কি ? তোমার চকু, তোমার বিনম্র মুখনী সহস্র রসনার ন্যায় বিনয় প্রকাশ করিয়া দিবে। কোন কোন ব্যক্তির এমনি বিখাস যে বিনয়ী হইলে জগতে চলা ভার হইবে, পদে পদে লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইতে হইবে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা ভ্রান্ত বিখাস আর কিছুই হইতে পারে না। কারণ জগতে এমন পাষাণহৃদয় কয় জন আছে যাহারা সেই বিনয়ীর প্রশান্ত ও অটল মুখনী দেখিয়া আবার তাঁহার বিরুদ্ধে হত্তোতোলন করিতে সাহসী হইবে গ সেই বৈন্ত্র দেহে আঘাত করিতে কাহার না হাদয় কম্পিত হইয়া হস্ত শাদাড় হইয়া যাইবে? বিনয়ী প্রফুলনুথে শাক্রর আঘাত সহ্য করিয়াও যথন তাহাকে ক্ষমা করেন, তাহার শুভ কামনা করিতে থাকেন, এমন হিতাকাজ্জী স্থশীলাচার বন্ধুর প্রতি আর কি কেহ শাক্রতাচরণ করিতে পারে? কথনই না। অতএব উল্লিখিত ভ্রম পরিত্যাগ করিয়া স্থগীয় বিনয়ের অধিকারী হইবার জন্য সকলেরই যে সচেষ্টিত হওয়া আবশ্যক তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এক্ষণে, রিনয় সাধনের ছই একটী উপায় নির্দ্ধিষ্ট হইতেছেঃ—

- ১ম। আপনার কুজুতার বিষয় চিস্তা করা।
- ২য়। অহস্কারকে হিদ্ধে ক্রিণাত্র স্থান না দেওয়া; বাতবিক ভাধিয়া দেখিলে মহুষ্যের অহস্কার করি-বারও কোন কারণ নাই।
- ৩য়। ঈশ্বরের পিতৃভাব ও নরের লাতৃভাব হৃদরঙ্গম করি-বাব চেষ্টা করা।



ক্রোধোদয়ের কারণ নির্দ্দেশ, ও ভন্নিবৃত্তির উপায়।

আপনার অনভিমত অপরের কার্য্যে আমাদিগের প্রায়ই ক্রোধ হইয়া থাকে। ক্রোধ অধিকাংশ সময়ে হঠাৎ হইয়া পড়ে। এমন কি অনেক দিন এরপ মনে করা যায় আর ক্রোধ করিব না, কিন্তু তথাপি কেমন অকক্ষাৎ ইহা ঘটয়াঁথাকে। উদ্রেক। মনে কর কাহাকেও একটী কার্য্য করিতে আদেশ করা হইল। সেই কার্য্যটী সম্পাদিত হওয়া অতিশর আবশ্যক। সম্পান না হইলে বিলক্ষণ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। এরূপ স্থলে কার্য্য অসম্পান থাকিলে ক্রোধ সঞ্চার হওয়া আশ্রুষ্য নহে।

নিবৃত্তি। যাহাকে আদেশ করিতে হইবে সেই লোকের প্রকৃতি জানা আবশ্যক। সেই লোক পূর্ব্বে আদেশ পালন করিতে কি প্রকার আচরণ করিরাছে। যদি সে মনোমত কার্য্য করিতে পারগ জানা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আদেশ করিতে পারগ জানা থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আদেশ করিতে পারা যায়। সেইকপ স্থলে বিশেষ গুরুতর কারণ না ঘটলে আর আদিষ্ট কার্য্য অসম্পন্ন থাকিবে না। আদেশ করিয়া নিশ্চিত্ত থাকা উচিত নহে। আদিষ্ট ব্যক্তিকে সেই কার্য্য অরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ অনেক স্থলে দেখা যায় যে কোন কর্ত্ত্ব্যানিষ্ঠ ব্যক্তি আদেশ পালনে বিমুথ না হইয়াও ভ্রমক্রমে অর্পিত কার্য্য সমাধা করিতে ভূলিয়া যান।কোধ হঠাৎ ইয়া পড়ে। অতএব ইহা নিবারণের বিশেষ উপায় এই—ক্রোধোদয় মাত্র কিয়ৎক্রণ নীরব থাকা। কারণ ক্রোধের স্বভাব এই যে ইহা অনেকক্ষণ থাকে না। ছেলেদের কোন গাঠ্য পুস্তকে আছে:—

"দপ্ করে জ্লে উঠে আগুন যেমন, থপ্ করে হুয়ে পড়ে রাগও তেমন"। বাস্তবিক জ্লোধের স্বভাবই এই।

উদ্রেক। যে দকল লোককে আমরা দেখিতে পারি না, তাহাদের কাজে প্রায়ই ক্রোণ হইয়া থাকে। এমন কি তাহাদের সামান্য ভ্রম প্রমাদ ক্রটি দেথিয়াই আমরা বিরক্ত ও কুপিত হই।

নির্ভি। সকল লোককে ভালবাসিতে শিক্ষা করা উচিত। সমস্ত নরনারী ঈশ্বরের সন্তান, তিনি পাপী, তাপী, সাধু, অসাধু কাহাকেও হুণা পূর্বক পরিত্যাগ করেন না, সকলকেই অবাচিত ভাবে অবিশ্রান্ত দয়া প্রদর্শন করিতেছেন। শে স্থলে আমরা দোষবিশিষ্ট সামান্য মন্থ্য হইয়া কি প্রকারে আমাদিগের অপ্রিয় লোকদিগকে ঘণা করিব ? আর ইহাও দেখা যায় যে সকল লোকেরই কোনও না কোনবিশেষ সদ্ভণ আছে, তাহার প্রতি দৃষ্টি করিয়া এবং দেশি ভাগের প্রতি মনোযোগী না হইয়া আমরা সকলকেই হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিতে পারি। একবার ভালবাসিতে পারিলে আর পূর্বের ন্যায় তাহার প্রতি ক্রোধ হইবে না।

উদ্রেক। মতবিভিন্নতা প্রযুক্ত অপর লোকের প্রতি প্রায়ই ক্রোধ হইনা থাকে।

নির্ত্তি। সকল মন্ত্ব্যই ল্রান্তিশীল, ইহা বিশ্বাস করিলেই হইল। আমি যে মনে করিতেছি যে আমার মতই যথার্থ, তাহারই বা প্রমাণ কি? আর ঠিক্ হইলেও শে অপরে ভূলিবে না, তাহাও সম্ভবপর নহে।

সাধুতার দারা অসাধুতাকে জয় করিবে।

এক দিন শনিবার বৈকালে কোন বিদ্যালয়ের ছাত্তেরা ছুটার পর আপন আপন গৃহে যাইতেছিল। যাহাদের বাড়ী

নিকটে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গুছে ফিরিয়া না আসিয়া পরস্পরে কথোপকথন কিম্বা খেলা করিবার জনা মিলিড হইল। অপর যাহারা দূর হইতে পড়িতে আদিত, তাহার। শীঘ পরিবার বর্গের সহিত মিলিত হইবার পদে গুহাভিমুখে ধাৰিত হইল। শেষোক্ত সন্তানগণের মধ্যে একটা বালক ও আর একটা বালিকার বাড়ী অপেক্ষা-ক্বত অনেক দূরে। তাহাদিগকে পর্কতের উপর দিয়া অনেক পথ হাঁটিয়া আসিতে হইত ; কিন্তু তাহারা অতি হর্দ্দিন ব্যতীত খন্য কোন দিব্দ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিত না। তাহারা। ছই ভাই ভগিনী। নলিন সং ও সতর্ক বালক বলিয়া তাহার হত্তে কুদ্র ভগিনী কুলকে দমর্পণ করিয়া মাতা নিশ্চিত্ত হইতেন। যদি কোন দিন পথিমধ্যে বৃষ্টি হইত, তাহাহইলে নলিন আপনার জামার দারা কুন্দকে ঢাকিয়া লইত। পথের যে স্থানে পাথর শাগিয়া পা ছটীতে আঘাত লাগিতে পারে, সেই স্থানে নলিন প্রিয় ভগিনীর হাত ছটী ধরিয়া তুলিয়া লইয়া যাইত। বিদ্যা-নমে যাইবার পথে তাহাদের একটি ছোট থাল পার হইয়া যাইতে হইত। নলিন কুলকে পিঠে করিয়া সেই থাল পার করিয়া দিত। এদিকে কুন্দও নলিনকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত। ভাই ভগিনীকে পাঠের সময় ভিন্ন প্রায় কথনও সঙ্গ ছাড়া হইতে হইত না, তাহার কারণ কুন্দ বালিকাদিগের সহিত স্বতম্র বিদ্যানমে প্রাড়িত। ছুটা হইলে ঐ কুদ্র বালিকা শাকাইতে লাফাইতে, হাসিতে হাসিতে, ছজনে এক সঙ্গে বাড়ী যাটবে বলিয়া নলিনের নিকট আসিত। কিন্তু আৰু देवकारन निनन मिथिया किছू आंक्टरी इहेन य कूरनव आव

সে প্রফুলভাব নাই, সে মাথা হেঁট করিয়া ধীরে ধীরে ছেলেদের क्रान्त पिरक व्यानिरण्डि, काँ पिया काँ पिया जारात क्यू नान হইয়াছে। হাত ছ্টী ধরিয়া উর্দ্ধে তুলিয়া নলিন ভগিনীকে জিজ্ঞাদা করিল, ''প্রিয় ভগিনি ৷ আজ তোমার কি হই-शांष्ट ?" निलातन अहे कथा छनिया कूलमाना ममूलाय घटेना ৰলিতে আরম্ভ করিল; কিন্তু দে এত জুঁ পিয়া কুপিয়া কাঁদিতে-ছিল যে নলিন তাহার একটাও কথা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল না। **অ**বশেষে কতকণ্ডলি বালক বালিকা তাহাকে সকল ঘটনা বলিয়া দিল। ঘটনা এই—বালিকা বিদ্যালয়ের একটা বভ মেয়ে কুন্দকে অত্যস্ত ভালবাদিত। সেই দিন প্রাতে কুন্দ তাহার নিকট হইতে ভালবাসার চিহুস্বরূপ একটা ছোট চকচকে মেটে পাত্র পাইয়াছিল। পাঠের সময় স্কুলের শিক্ষরিতী সেই পাত্রটী লুকাইয়া রাথিয়াছিলেন; কিন্ত ছুটীর পর কুল্মালা সঙ্গিনীদিগকে দেখাইবার জন্য তাহা লইয়া বাহিরে আসিল। বিদ্যালয়ে যাইবার পথে এক থানা বেঞের উপর পাত্রটী রাখিয়া যেমন সে শক্ত করিয়া কাপড পরিতে-हिन, अमिन जुलान नारम अक्षी वानक जाहा रमिश्ट शाहेश। জোর করিয়া উহা কাড়িয়া শইতে গেল। কুন্দ বিস্তর মিনতি করিল, এমন কি তাহার হাত হটি ধরিল, কিন্তু গোঁয়ার বালক অতিশয় রাগিয়া তাহাকে এমন ধাকা দিয়া ফেলিয়া দিল যে দে পড়িয়া গিয়া আঘাত পাইল। তার পর ঐ ছুই বালক ভাঁড় হাতে করিয়া বলিতে লাঁগিল, "না, নিব না বই কি ? আমার খুনী, আমি এক শ বার নিব।" अন্যান্য वालक' वालिकाता यनि थे घट वालाकत त्रारमत माथान

ভাহাকে কিছু না বলিত কিম্বা বুঝাইয়া ছ একটা কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, তাহা হইলে বড়ই ভাল হইত। কিন্তু সকলেই একবারে উচ্চৈঃস্বরে তাহাকে ছি!ছি! করিতে লাগিল, কেহ বা তাহার হাত হইতে ভাঁড় কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল। এইরূপ করাতে ভূপালের রাগ আরও বাড়িয়া উঠিল। অবশেষে দে তাহাদের মধ্য হইতে কিছু দূরে নৌড়িয়া গিয়া বেচারা কুন্দের প্রিয় সামগ্রী সেই মাটির ভাঁড়টী দেরালে আছাত মারিয়া চীৎকার স্বরে विटिंग नाशिन, "रिक्मन कून धरे वांत चासूक् नां, चात्र ভাঁড় নিয়ে যাক না।" বলা বাহুল্য সাধের ভাঁড়টা থণ্ড থণ্ড হইয়া গেল, এবং ইহাই আজ বালিকা কুন্দের ছঃথের কারণ। নলিন চুপ করিয়া এই কথাগুলি শুনিল। তার পর ভগ্নীর হাত ধরিয়া ছজনে বাড়ীর দিকে ছুটিল। নলিনের স্বাভাবিক হাসি হাসি মুখ থানি আজ বড় ছঃথে ভার হইয়াছে। বালি-কার স্বভাব বড় সরল ছিল, সে পথের ধারে বনফুণ তুলিতে শারম্ভ করিয়া সাধের ভাঁড়ের কথা ভূলিয়া গেল।

তাহারা কিছু অধিক অর্দ্ধেক পথ গিয়াছে, এমন সময়ে তাহাদের সহিত নলিনের একজন সহপাঠী বন্ধুর দাক্ষাৎ হইল। সেই বালক কয়েকদিন তাহার পিতার পীড়ার জন্য বিদ্যালয়ে যাইতে পারে নাই, এক্ষণে নলিনকে দেখিতে পাইয়া বলিল, "নলিন! আমার পিতা অনেক স্কৃষ্থ ইইয়াছেন, আমি কাল স্কুলে বাইব।" নলিন ইউ মুথে বলিল "তা বেশ।"

দেবনাথ বলিল, "কেন তোমার কি হইয়াছে? তোমাকে বিমর্থ ও গন্তীর দেথাইতেছে কেন? তুমি কি আ্বাজ 'ফুলে

Acc 23004 02/2/05

চাৰুনীতি পাঠ।



কোন মন্দ কাজ করিয়াছিলে ?" নলিন বলিল তা নয়, কিছ ভূপাল আজ বড় মন্দ কাজ করিয়াছে, সে কুন্দের ভাঁড়টি থও ৰও করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।" দেবনাথ বলিল, "ভূপালের নিশ্চয়ই অতিশয় অন্যায় কাজ হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে আমি তোমার ছঃথিত হইবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আমি বেশ বলিতে পারি, ভূপাল আপনিই আপনার মন্দ ব্যবহারের কথা ভাবিয়া ছঃখিত হইবে।" এই কথা ভনিয়া নলিন রাগের ভরে বলিল, "আমি তাহাকে এর শাস্তি দিব। যদি দে আমার অপেকা বলবান না হইত, তাহা হটলে আমি যাইয়া তাহাকে মারিতাম, কিন্তু যথন তাহা পারিতেছি না, আমি হয় তাহার নৃতন লাঠিম ভাঙ্গিয়া দিব, না হয়-----'' *দেবনাপ বলিল, থাম, থাম, তোমার এ প্রকার বলা, বা এমন কি, ভাবাও উচিত নহে। তুমি কি জান না ইহা-কেই প্রতিশোধ লওয়া অর্থাৎ থারাপের সঙ্গে থারাপ ব্যব-হার করা বলে: কিন্তু আমাদের কি করা উচিত ? আমাদের 'আ শাধুতাকে শাধুতার দারা জ্য় করা উচিত'।" নলিন বলিল, 'না, কেন আমরা সুলে কিছু"দো্য করিলে শিক্ষক মহাশর ত আনাদিগকে শান্তি দেন?" দেবনাথ উত্তর করিল, "শান্তি দেন বটে, কিন্তু আমাদিগকে ভাল করিবার জন্য, তুমি ভূপালের শিক্ষক নও, আর তা ছাড়া তমি তাহার কিছু ক্ষতি করিতে চাহ, কারণ তোমার একটি মন্দ ভাব রহিয়াছে এবং সেই ভাবকেই প্রতিহিংনা বলে। নলিন কিছু কাল চুপ করিয়া থাকিল; প্রেক্টিটিক গিল, ''ভূপাল যদি, সামার কোন অপকার ক

তাহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম,কিন্তু আমার ভগ্নী কুন্দ ছেলে-মাতুষ,তাহার ক্ষতি করিল কেন ? কুন্দকে কেহ কষ্ট দিবে ইহা ষ্মামার ষ্মসহা''। দেবনাথ বলিল, "আচ্ছা তুমি যদি ভূপালের লাটিম ভাঙ্গিয়া দাও, তাহাহইলে তাহাকে কি কুন্দের প্রতি কি অপর কাহারও প্রতি সদয় বা ভদ্র ব্যবহার করিতে শিক্ষা ए । । इहेरव १ आगांत्र भिठा तम मिवम वनिष्ठिक्षितन, আমাদের প্রিয় জনের উপর কেহ অত্যাচার করিলে তাহাকে ভালবাদা বড়ই শক্ত, কিন্তু শক্ত হইলে কি হয় ? আমরা যদি পরমেশ্বরের নিকট হইতে দয়া পাইতে ইচ্ছা করি, তাহাহইলে আমাদের শত্রুকেও ভালবাসা উচিত।'' নলিন প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিতে লাগিল ''আমার মনে হইতেছে বেন আমি ভূপালকে ক্ষমা कति।''-इंग अनिया (प्रवनाथ वनिन, ''ভान, তোমার এই যে সদিচ্ছা হইয়াছে, তাহা যাহাতে থাকে তাহার कना এकमान পর্মেশ্বকে ডাক; याशांत ইচ্ছা ভাল, ঈশ্ব তাহার সহায়'' এই কথা বলিতে বলিভে দেবনাথ আপনার বাড়ী যাইবার পথের মোড়ে উপস্থিত হইল, ষ্মতএব নলিনকে বলিল, ''এস ভাই এস, আমি আজ চলিলাম।'' নলিন একটীও কথা না বলিয়া ঘাড নাড়িয়া কুন্দের সহিত ক্রমাগত চলিতে লাগিল। এদিকে কুলও পথপার্শ্বহ ফুল তুলিতে তুলিতে ক্লান্ত হইয়াছে, ভাইব্যের হাত ধরিয়া অবশেষে ত্রজনে গৃহে পেঁ,ছিল। বাড়ী षानिवारे कुन भारवद निकंठ त्रोड़िया त्रन এবং छाँशांक মাটির ভাঁড়ের কথা বলিতে লাগিল, কিন্তু নলিন, থানিকক্ষণ

দ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। ইহার কারণ কি ? সেকি এখনও কেমন করিয়া ভূপালের লাঠিম নট করিবে-ভাহা ভাবিতেছে? না, কিরূপে সে নিজের রাগ থামাইবে ভাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

এই ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে নলিন এক দিন স্কুলে যাইতেছিল। সে দিন কুন্দ শর্দি হওয়াতে স্কুলে যাইত্তে পারে নাই। নলিন দূর হইতে শুনিল একটি বালক কাঁদি-তেছে। নিকটে আসিয়া দেখিল সেই বালক আর কেহট নয়, আগেকার চেনা লোক—ভূপাল। নলিন জিজাসা করিল, "কি হইয়াছে ?" ভূপাল মাথা তুলিয়া যথন দেখিল নলিন তাহাকে প্রশ্ন করিতেছে,তথন সে কিছু না বলিয়া অমনি মাথাটা নত করিল। নলিন পুনরায় মিষ্ট ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "ভূপাল ভূমি কাঁদিতেছ কেন? আমাকে বল ভোমার কি হইয়াছে !" নলিনের এই স্নেহের কথায় ভূপাল আর থাকিতে পারিল না, বলিল ''আমি অতিশর কুধিত, মা আমার কাল সকাল হইতে জরে শয্যাগত আছেন এবং আমি এপর্য্যন্ত থাই नारे।" निनन विनन, "ভारे! আহা, তুমি কাল অবধি থাও নাই, কুধিত ত হইবেই; দেখ আমার কাছে একথানা ভাল রুটী আছে,আমি উহা তোমাকে দিতেছি।"ভূপাল বলিল,''এই কূটী তোমার নিজেরই আবশ্যক হইবে,ইহা তোমার সকাল বেলাকার ধাবার !" নলিন তাহা ছ্থান করিয়া ক্ষুদ্র এক থগু আপনার জন্য রাথিয়া অপর থণ্ড কুধিত ভূপালের হাতে দিল। ভূপাল যদিও মাঝে মাঝে অত্যন্ত গোঁয়ার হইয়া উঠিত, তথাপি তাহার সভাব নিতান্ত খল ছিল না। এই জন্য নলিনের এই

ৰয়া তাহার বিলক্ষণ মনে লাগিল। সে বলিল, "আমি ভোমার ছোট ভগিনীর উপর যে অন্যায় আচরণ করিয়াছি, তাহা বিবেচনা করিলে আজি আমি কোন প্রকারে তোমার এই দয়ার যোগা নহি। বাস্তবিক কি তুমি আমাকে ক্ষমা করিতে পার ?" নলিন বলিল, "পারি। আমি সমস্ত প্রাণের সহিত তোমাকে ক্ষমা করিলাম। আমি আশা করি তুমি মার কথনও কুন্দের প্রতি রাগ প্রকাশ করিবে না।" ভূপান ৰলিল, "কখনই না, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি আজ প্রাতের এই ঘটনা আমার চিরকাল মনে থাকিবে।" সেই দিন হইতে বাস্তবিক ভূপান তাহার প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিল,— শার কথনও তাহার মুখ হইতে নলিন বা কুন্দের প্রতি কর্কশ কথা ভনা যায় নাই। তা ছাড়া অপরাপর বালক বালিকা-দিগের প্রতিও দে আর কথনও অভদ্র ব্যবহার করে নাই। দেই দিন হইতে দে ভাল হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে ভূপাল তাহার খুড়ীমার নিকট হইতে মেলায় থরচ করিবার জন্য একটা সিকি পাইয়াছিল। তথন সে আর কিছু না কিনিয়া সিকিটী দিয়া সেই ভগ ভাণ্ডের মত একটা ভাঁড় কিনি**রা** कुम्मत्क मिन । ইহাতে कुम्म वर् थुत्री हहेन। ननिन दय मिवनारथन সহিত দাক্ষাৎ হওরাজে তাহার উপদেশ মত কার্য্য করিয়াছিল हेरा कि निलासत भाष्य जान रहा नारे ? अवगारे रहेशाहिल। শ্রতিহিংসা বারাগ হইতে মৃক্ত হওয়াই আমাদের কর্তব্য। चलात कक्क वा ना ककक, चामता रान कवन व कहवा कार्या ৰুরিতে বিমুখ না হই।

"আহা, এক একটা ইন্দ্রিয় যে অনন্ত স্থুখের প্রস্তুবণ, তাহা ত জানিতাম না।"

কোন স্থপকর গ্রীমের দিনে এন্ ডয়েল নামে এক বালিকা, তাহার খুড়ীমার সহিত নগর হইতে বাড়ী আসিতেছিল। ঐ খুড়ীমা এক গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ছাত্রী দিগের জন্য কয়েক খানা 'শ্লেট' ও বই কিনিতে দে দিন তিনি নগরে গমন করেন। তাঁহারা উভরে বেড়া-ইতে বেড়াইতে গৃহাভিমূপে অগ্রসর হইলেন। কিছু দুর यादेवात शत, এरनत शुड़ी नगरतत रहिर्ভार षात्रिश। অব্ধি এনকে একটীও কথা বলিতে না শুনিয়া জিজ্ঞাসা कतितन, धन, जूमि धरकवादा नीवव कन ? जूमि कि কিছু ভাবিতেছ? এন বলিল, "হাঁ, খুড়ীমা, আমি ভাবিতেছিলাম যে, আমরা যে সকল উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অট্টালিকা অতিক্রম করিয়া আসিলাম, ইহাদের কোন একটীতে বাস করিলে এবং প্রচুর ধন থাকিলে আমাদের কত স্থুখ হইত! আমি মনোমত সামগ্রী কিনিবার জন্য দৈবাৎ কথনও এক আধ প্রসা পাই, আহা! অনেক ধন থাকিলে নগরের ঐ সকল দোকান হইতে কত স্থলর ও ট্রওংক্ট দ্রব্য কিনিতে পারিতাম[।]"

বালিকার এই কথা গুনিয়া তাহার ৰুগু বিলিলেন, "এন্! আমি ছঃথিত ইইলাম যে আজ প্রাতে আমার সহিত নগরে আসাতে তোমার মনে অসন্তোষের কারণ উপস্থিত হইয়াছে। বংসে, তুমি কি জাম না, আমাদিগের যাহা কিছু আছে

দে সকলই প্রমেশ্বর দিয়াছেন এবং তিনি আমাদিগকে বাহা -দেন, তাহা যে কেবল মঙ্গুলের জন্য ইহাতে কি অণুমাত্র সন্দেহ আছে ? একবার ভাব দেখি তিনি তোমাকে কি না দিয়াছেন ? দেখ আজ কি স্থলর দিন। আকাশ কেমন স্থনীল, বায়ু কেমন স্থকপর্শ, আহা ! ঐ বেড়ার উপর কি স্থলর ফুল ফুটিয়াছে, আছো, আমি কিছু সময় অপেকা করিতেছি, তুমি কতকগুলি ফুল মনের সাধে তুলিয়া লও, দেখিবে উহার জনা তোমার মূল্য কিছুই দিতে হইবে না ।"এন উত্তর করিল, "আপনি যাহা বলিলেন তাহা ত নিশ্চয়ই সতা, কিয় তাহাতে আমার কি হইল, আকাশের শোভা দেশা বা ফুল জড় করা ত যে সে সকলেই করিতে পারে।"

এনের গুড়ী তথন সে বিষয়ে আর অধিক কিছু বলিলেন
না, বলিলেও বালিকার ক্ষুত্র হলরে তাঁহার উপদেশ
ভান পাইত না। সেই বুদ্ধিমতী শিক্ষয়িত্রী বেশ বুঝিয়াছিলেন
যে, বর্ত্তনান অবস্থার প্রতি অসন্তোষ এনের মনকে প্রবল
ক্ষপে অধিকার করিয়াছে; অতএব সে অবস্থায় শত উপদেশ
অপেকা একটা উপবৃক্ত দৃষ্টাস্ত অধিক ফলোপধায়ী হইবে
এই বিবেচনা করিয়া তিনি বালিকাকে আর ব্বাইবার চেটা
করিলেন না। কিন্তু পর দিন স্কুলের ছুটা হইলে তিনি এন্কে
ডাকিয়া বলিলেন, "এন্, তুমি কি আজ আমার সহিত
বেড়াইতে বাইতে ইচ্ছা কর?" এই কথা গুনিয়া এন্ অতিশর
আফ্লাদিত হইল, কারণ সে মনে করিল খুড়ীমার সম্পে
বেড়াইতে গিয়া আবার অনেক ভাল ভাল জিনিষ প্রাণপ্রেয়া

আদিবে। তাঁহারা উভয়ে প্রায় এক মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পথপার্দস্থ একটা স্থপরিষ্ণত কুটীরের নিকট পৌছিলন। ঐ কুটীরের বহিদারে এক বৃদ্ধা কার্য্যে ব্যক্ত ছিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে একটা ক্ষুদ্র বালিকা মোজা বুনিতেছিল। এনের খুড়ী তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইয়া সন্তাযণ করিলেন, "আজ বড় স্থপ্রভাত বিবী ভ্রাইয়েন্! আজ আমি তোমার পৌতীর সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইবে বলিয়া আমার ভাইনিকে আনিয়াছি।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা ব্রাইয়েন্ তাঁহাকে ধন্যবাদ পূর্বক বলিলেন, "এনের সহিত আলাপ করা স্থানের পকে বড়ই স্থকর হটবে। আহা! হতভাগিনীর সংসারে অতি অরই আনাদ আছে। হার! অল হওয়া কি বিষাদজনক! এ দিকে এন্ স্থানেকে অল দেখিয়া বলিল, "ছভাগিনি বালিকে, তৃনি কি অয় প চক্র, স্থা, বৃক্ষ, কেত্র, পুপা বা মন্ত্রাম্থ কিছুই দেখিতে পাওনা? তৃমি কি চিরআধারের মধ্যে থাক?" স্থানে বলিল, "তৃমি বাহা বলিলে তাহা সত্য, আমি কিছুই দেখিতে পাই না। আজ কয়েক বংসর হইল আমার দর্শনশক্তি নই হটয়াছে।" এন্ বলিল, "আমি সত্যই তোমার জন্য নাতিশয় ছংথিত হইলাম। উং! চির অক্ষকারে থাকা কি ভ্রানক।"

স্থাসেন্ এনের এই শেব বাক্টী গুঁনিয়া বলিয়া উঠিব 'না, না, তা কেন, আমার অন্ধকারের মধ্যে থাকা অভ্যাস হইুয়াছে। তা ছাড়া, ঠাকুর মা বলেন, আমাদের অসম্ভ ট না হইয়া ঈশবের ইচ্ছার বশবত্তী হইয়া চলা উচিত।
শার তুমি ইহাও জানিও বে আমি দেখিতে পাই না সত্যবটে,
কিন্তু আমি ত পাথীর মিষ্ট গান শুনিতে পাই, সেইরূপ স্থাকে
দেখিতে না পাইলেও তাহার স্থাকর উত্তাপ দেবন করিতে
পারি, অধিকন্ত ঠাকুরমার জন্য অনায়াসে নোজা বুনিতেও
পারি।

'নোলা ব্নিতে পারি' এই কথা শুনিয়া এন্ কিছু বিশ্বিত হইয়া বলিল, ''না দেখিয়াও ব্নিতে পার ? আমি ত একটু একটু ব্নিতে জানি, কিন্ত বেশ বলিতে পারি চক্ষু মুদ্রিত পাকিলে আমি কথনও ফাঁস দিতে পারিতাম না।''

খনেন্ বলিল, "আমি স্পর্শে ক্রির দারা সেই প্রকার করিয়া থাকি। আমি ইহা অতিশীয়ও করিতে পারি, অভ্যাদে ইহা আমার পক্ষে দহজ হইরা আদিরাছে"। "উঃ! কত শীঘ্র শীঘ্র কটি চলিতেছে! আমি, আশ্চর্যা হইতেজি, তুমি কিরুপে ব্নিতেছ।" এই বলিয়া এন্ স্থানেকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি নির্বিদ্নে চারিদিকে ঘাইতে পার, না, তোমাকে কেহ ধরিয়া লাইরা বায় ?"

স্থানে বলিল, "আমাদের কুটীরের চারিদিকে আমি বেশ
একা বাইতে পারি। আমি হাত বাড়াইতে বাড়াইতে যাই
এবং দেয়াল ছুঁইলে কোথার আদিলাম তাহা বৃঝিতে পারি।
পথে বাইতে হইলে পাছে আমার পদস্থালিত হয় এই হেতু
ঠাকুরমা আমাকে ধরিয়া লইয়া যান। কিন্ত ব্যদি কেহ
আমার কাছ দিয়া যায়, তাহা হইলে আমি তাহার পায়ের শক্ষ
ভিনিয়া জানিতে পারি।"

এন্বলিল, "তবে তোমার কর্ণ ও হস্ত চক্ষুর কার্য্য করিয়া। থাকে। কিন্তু আমার বোধ হয় তুমি পড়িতে পার না।"

স্থেনে ্বলিল, "তা কেমন করিয়া পারিব, আমি ত বর্ণ সকল দেখিতে পাই না।"

এন্ বলিল, "তবে তোমাকে যদি কেহ পড়িয়া শুনায় তাহা কি তুমি ভালবাস ? জামার পুস্তকে কত মনোহর গল্প আছে। পুড়ীমা, আমি কি কোন কোন দিন স্কুলের ছুটীর পর সে সকল স্থাসেনকে পড়িয়া শুনাইতে পারি ? আমি নিশ্য জানি, ''ন্যানীব্রাউন ও তাহার মেষশাবক," ''বসন্তথাতু" সম্বন্ধে কবিতা ইত্যাদি স্থাসেন্ শুনিলে কতই খুদী হইবে।''

এনের খুড়ী এই কপা শুনিরা বলিলেন, "বংসে, তুমি বে এ প্রকার চিন্তা করিরাছ, তাহাতে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। জগতের রাশিপ্রমাণ ছঃথের একবিল্মাত্র ছাস করিতে পারিলেও আমাদের জীবন ক্রতার্থ হয়। যদি একটী মুখের কথায় কোন তাপিত প্রাণকে আমরা শীতল করিতে পারি, যদি কাতর ও বিষয় জনের চিত্ত কথাপ্রসঙ্গে অলমাত্রও বিনাদন করিতে পারি, যদি পীড়িতের নিকট বসিয়া সেবা শুশ্রমা ঘারা তাহার আরোগ্য লাভের সাহায়্য করিতে পারি,এইরপ জগতের মঙ্গলের জন্য যদি প্রাণ উৎসর্গ করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের জীবন দেবভাবাপর ও মধুময় হয়।"

এন্ ও তাহার খুজীমা দে দিন স্থানে ও তাহার ঠাকুরমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণানস্তর সময়ান্তরে আসিয়া পুনর্কার সাক্ষাৎ করিব বলিয়া চলিয়াগেলেন। পথে যাইতে যাইতে এনের খুড়ী জিজ্ঞাসা করিলেন, ''এন্ তুমি কি ভাবিতেছ ? তুমি কি বালিকা স্থানে তে ভালবাস ?

এদিকে এন্ সেদিন নগর হইতে বাড়ী আসিবার সময়
পথিনধ্যে আপনার ভাগ্যের প্রতি যে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিল তাহা চিস্তা করিয়া খুড়ীকে করুণস্বরে বলিল, ''হায়, হায়,
আমি কি অরুতজ্ঞ,চক্ষু প্রভৃতি"এক একটী ইন্দ্রিয় যে অনস্ত স্থানের প্রস্থাবা, তাহা ত জানিতাম না।"

এনের খুড়ী যথন দেখিলেন যে বালিকা আপনা হইতেই এই অমূল্য সত্য বুঝিয়াছে, উপদেশে বাহা করিতে পারে নাই একটী সং দৃষ্টান্তে তাহা করিয়াছে, তথন তাঁহার আনন্দের व्यविध त्रिंग ना, उथाशि जिनि म्लंडे कतिया विनातन, के त्य তুমি বলিলে, "এক একটা ইন্দ্রিয় অনন্ত স্থথের প্রস্রবণ" ইহাই ৰুঝাইবার জন্য আমি তোমার সহিত তর্ক যুক্তি পরিহার করিয়া তোমাকে বিবী ত্রাইয়েনের কুরীরে লইয়া গিয়াছিলাম। তুমি বে আমাকে সে দিবদ বলিয়াছিলে "চক্র স্থ্য পুষ্পাদি ত সকলেই দেখে, ইহাতে আর বিশেষ স্থথ কি আছে ?" কিন্তু এথন ত বুঝিতে পারিলে বে, তুমি বে সমস্ত পদার্থ অগ্রাহ্য করিয়াছিলে, সেই সকল অন্ধ বালিকা স্থাসনের পক্ষে কত তুর্লভ ও প্রেয়দর্শন। অতএব হে কুদ্র বালিকে, তুমি আপনার ভাগ্যের প্রতি দম্ভষ্ট থাকিতে চেষ্টা কর। পৃথিবীর অবােধ लाटकत नाम विनिध ना य मःमात क्वित इःथ ७ नितानन्मम्, জানিও আনন্দময় ঈখর আনন্দের খনি আমাদের জন্য সঞ্চিত রাথিয়াছেন। প্রফুলচিতে আপনার অবস্থান্থরপ কার্য্য করিয়া ষাও, সেই মধুর আনন্দ লাভ করিয়া চির হুথী হইতে পারিবে।

''অবন্ধ্যং দিবসং কুর্য্যাৎ ধর্মাধ্যয়নকর্মস্থ।"

ধন্য দেই মহাত্মা যিনি এই মহামূল্য বচনটী মূলমন্ত্ররূপে পরিগ্রহ করিয়া আপনার জীবনকে নিয়মপরতন্ত্র করিতেছেন। ধন্য তিনি, বিনি মানব জীবনের গুরুতর মহত্ব ও দায়িত্ব অনুভব করিয়া একটা দিবসও বিফলে অতিবাহিত হইতে দেন না, এবং কোন দিন বিফলে অতিবাহিত হইলেও বিনি মহাত্মা টাইটদের ন্যায় দৈনন্দিন কার্য্য পর্যালোচনা করিবার সময় কাতর হৃদরে বলিতে পারেন, ''হায়, হায়! একটা দিবস বুথা নষ্ট করিয়াছি।" ধন্য তিনি, ধর্ম বাঁহার শিরোভূষণ, অধ্যয়ন যাহার প্রিয়তম কার্য্য, এবং কর্ম যাঁহার প্রাণ। ধন্য সেই পরিবার, যেথানে ধর্ম অধ্যয়ন ও কর্মের ভাব নিয়ত জাগ্রত রহিয়াছে। বেথানে গৃহস্বামী ও গৃহস্বামিনী হইতে সামান্য পরিচারক পরিচারিকা পর্যান্ত সকলেই এই মন্ত্রে দীক্ষিত, বেখানে গৃহের গৃহদেবতা পরমেশ্বরের পরম পবিত্র সিংহাদন হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত, এবং সকলের মস্তক সেই দেবতার স্মুথে শ্রদ্ধা বিশ্বাদ ও ভক্তিতে অবনত, বেথানে স্কলেই অধ্যয়ননিরত, জ্ঞানপিপাস্থ, যেথানে সকল প্রকার ভ্রম, কুসংস্কার ও অসত্যের অন্ধকার জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তিরোহিত হইয়াছে, যেথানে সকলেই কর্মঠ, সকলের দৃষ্টি ও প্রত্যেক অঙ্গসঞ্চালন জীবন্ত ভাবের পরিচায়ক, আলস্য যেখান হইতে পলায়ন করিয়াছে, স্থ্যোদয় হইতে স্থ্যান্তকা**ল** পর্য্যস্ত যেথানে সকলেই কর্মক্ষেত্রে বিচরণ করেন। ধন্য সেই সমাজ যেথানে সকলেই সন্তাবে সন্মিলিত হইয়া সংসার-স্থিতি-ভঙ্গ-নিবারক সমাজপতি জগদীখরকে মন্তকে রাথিয়া

ষীয় স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত থাকেন, কেহ কাহারও কার্য্যের বিঘ উৎপাদন করেন না। জীবশরীরে যেরপ ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ বৃহৎ অস—সকলেই জীবন রক্ষার উপায় স্বরূপ হইরা কার্য্য করে, সেইরূপ সমাজশরীরের অস্পদৃশ প্রত্যেক নরনারী সমাজ দেহকে স্বস্থ ও সবল রাথেন। পরিশেষে ধন্য সেই সামাজ্য যেথানে রাজসিংহাদন ধর্মের উপর প্রতিন্তিত, যেথানে ক্ষমতা যথাযোগ্যরূপে পরিচালিত হয়। এইরূপ হইলে সমগ্র দেশটী এক প্রকাণ্ড স্থতাক যুৱের ন্যায় নিয়ত স্কৃশ্ভালে চালিত হইতে থাকে।

~ . . .

রিপু দমনের উপায়।

- >। প্রনেশবের প্রতি ঐকান্তিক অনুরাগ স্থাপন করিবার চেষ্টা। ''প্রেমময় ঈশ্রকে দৃঢ়প্রেমে আবদ্ধকর, রিপুর যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইবে।"
 - ২। মৃত্যু ও পার্থিব বস্তুর পরিবর্ত্তনশীলতা চিন্তা করা।
- ৩। ধর্মজীবন যাপনের বিমল স্বর্গীয় আনন্দ স্মর্ণ করা।
- ৪। অবাধুভাব, অবাধুগ্রন্থ ও অবংসংসর্গ সর্বতোভাবে পরিবর্জন করা। যাহাতে বিলাদ বৃদ্ধি করে, সে সকল বিষয় হইতে দূরে থাকা। অসাধুভাব উদয় মাত্র তাহাকে দূর করি-বার জন্য কাতর হৃদয়ে দিখর সমীপে প্রার্থনা আর কুচিন্তার উদয় হইলে কণকাল মাত্র পোষণ না করিয়া প্রাণগত চেষ্টা বারা তাহা হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা।

- ৫। কৃতিস্তার উদয়্যাত্র কোন প্রক্ষের বধ্র নিকট দৌড়িয়া
 প্রদায়ন করা।
- ৬। পিতা মাতা ও শ্রদ্ধের ব্যক্তিবর্গের নিকট অধিক ক্ষণ থাকা। সরল শিশুর সহিত সময়ে সময়ে ক্রীড়া করা।
- ৭। প্রকৃতির শোভা দেখিবার জন্য সময়ে পুজোদ্যান নদীর তীর প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ করা।
 - ৮। সর্বাদা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা।
- ৯। কোন একজন ধর্ম প্রচারক বলিয়াছেন, "স্ত্রীজাতির মুখন্দ্রী দর্শন করা পুরুষের একটা উচ্চ অধিকার। পদ দর্শন করিবে, তাহা হইলে বিনয় শিক্ষা হইবে। জিতরিপু হইলে নারীগণের মুখ দেখিবে, তখন জগন্মাতার আভাস অন্তরে প্রাপ্ত হইবে।" মহাআ ঈশা বলেন যে কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টি করিলেই অন্তরে তাহার সহিত ব্যভিচার করা হইল, অতএব পবিত্রভাবে স্ত্রীজাতির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবে। "নাত্রৎ পর দারেনু"—ইহা একটা অমূল্য নীতি।

সাধু যাঁহার সক্ষপা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়।

এক বিদ্যার্থী দরিদ্র যুবক কোনও অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য অনেক দূর পদত্রজে গমন করেন। নির্দ্ধিষ্ট স্থানে পরিপ্রান্ত হইরা উপস্থিত হইলে তিনি আপনার দীনতা জানাইয়া উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। তুর্তাগ্যক্তনে তৎকালে ছাত্র সংখ্যা পূর্ণ থাকাতে তাঁহার

স্থানাভাব হইল। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ঐ যুবকের স্করুণ প্রার্থনা.কিরূপে অগ্রাহ্য করিবেন, স্পষ্টাক্ষরে "তোমার এখানে ন্থান হইবে না, " এই বলিয়া কিরুপে তাহাকে বিদায় করিয়া দিবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি এক উপায় অবলম্বন করিলেন। একটা পাত্র এরপে জলপূর্ণ করিলেন যে তাহাতে আর বিলু মাত্র জল থাকিবার স্থান রহিল না এবং} তৎপরে অধ্যক্ষ মহাশয় পূর্ণনীরপাত নীরবে মৃবকের সন্ধ্রধারণ করিলেন। যুবকও এই দক্ষেতের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া বিযাদপূর্ণ হৃদয়ে বিমুথ হইলেন, কিন্তু মূহুর্ত্ত মধ্যে তাঁহার মূথমণ্ডল উজ্জল হইল, তিনি একটী শুষ্ক কুন্ত কুষ্পত্র কুড়াইয়া লইলেন এবং পশ্চাতে ফিরিরা ঐপাত্রত জলের উপর রাখিরাদিলেন। এই ঘট**না** তাহার অভীও সিদ্ধির অব্যর্থ উপায় স্বন্ধ্র হইল। তিনি অবি-লবে বিনা আপত্তিতে বিল্যালয়ে প্রবিষ্ট হইলেন। বাস্তবিক বাঁহানের সলল সাধু ঈশ্বর তাঁহাদের সহাল হন, তাঁহারা এই রূপেই পুরস্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু পত্র বেরূপ পূর্ণনীর পাত্তের উপর ভাসিয়াছিল সেইরূপ অবিরোধে থাকা আবশাক।

এই ক্ষুদ্র আথ্যায়িকা,হইতে একটা অমূল্য উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়।—"সাধু বাহার সহল ঈশ্বর তাঁহার সহায়"— বিনি যত কেন প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হউন না, যত কেন বিফল প্রযন্ত্র হইয়া নিরাশার অন্ধকার মধ্যে নিমজ্জিত হউন না নিক্রপায়ের উপায়, আশার জ্যোতিঃ প্রনেশ্বরের এমনি আশ্রুষ্ট বিধান যে তাহাকে চির্দিন ত্র্দ্রশাগ্রন্ত থাকিতে হয় না। অতএব "সাধু বাহার সহল ঈশ্বর তাঁহার সহায়" এই সত্যের উপর নির্ভর করিয়া যাঁহাদের জীবন সৎকার্য্যে নিয়ো-জিত হইয়াছে ও যাঁহার। অন্তরে সাধু সঙ্কল্ল পোষণ করেন, তাঁহাদের নিরুদ্যম হইবার কোন কারণ নাই, তাঁহারা নিশ্চয়ই সফল মনোরথ হইবেন।

गटनाटरांगं माथन।

মহাভারতে কথিত আছে যে, দ্রোণাচার্য্য যুধিছিরাদি রাজ-কুমারগণের অন্ত্রশিক্ষাপরীকার্থ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে কোন স্থানিপুণ শিল্পী দ্বারা এক ক্রন্তিম পক্ষী নির্দ্যাণ করাইয়া বুক্লের অগ্র শাধার আরোপিত করেন। ঐ লক্ষ্যের শিরশেছদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিতে পারিলেই শিষ্যগণের পারদর্শিতা প্রমাণিত হইবে।

প্রথমে, ধর্মরাজ বৃধিষ্টির আচার্য্যের নিদেশাল্লনারে লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; "লক্ষ্যবিদ্ধ করে শ এই বাক্যের অবসান না হইতে হইতেই শরসন্ধান করিতে হইবে। তথন দ্রোণাচার্য্য কহিলেন,—''তৃমি বৃক্ষের অগ্র শাথায় ঐ শকুন্তকে নিরীক্ষণ কর"—বৃধিষ্টির প্রত্যুত্তর করিলেন, "হাঁ আমি দেখিতেছি"। আচার্য্য পুনরায় বলিলেন, " এখন তৃমি কি দেখিতেছ?" যুধিষ্টির বলিলেন, " কেন, আমি সমীপবত্তী বৃক্ষকে, আপনাকে, আমার ভ্রাতৃগণকে ও বৃক্ষিত্ত পক্ষীকে বারম্বার নিরীক্ষণ করিতেছি" এই কথা শুনিয়া আচার্য্য অপ্রসন্ধান যুধিষ্টিরকে বলিলেন, " তুমি এই কক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারিবে না।

পরে, ক্রনাঘয়ে ছর্য্যোধনানি ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ এবং অর্জুন ভিন্ন মুধিটির প্রমুথ অন্যান্য লাভগণ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে আচার্য্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেন। কিন্তু কেহই তাঁহার অভিপ্রেত সমূত্রর প্রদান করিতে পারিলেন না।

পরিশেষে, দ্রোণাচার্য্য ঈষ্ৎ হাস্য পূর্ব্বক অর্জ্জুনকে বলিলেন, "বংস! এইবার তোমাকে এই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে হইবে।" অর্জ্জুন ধন্তকে জ্যারোপণ করিয়া ক্ষণকাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, আচার্য্যের আদেশাবসানে লক্ষ্য বিদ্ধ করিবেন। তথন দ্রোণ অর্জ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি রক্ষকে, পক্ষীকে, না আমাকে বা তোমার ভ্রান্তগণকে নিরীক্ষণ করিতেহ? এই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, "না শুরো! শরব্য পক্ষী ভিন্ন আমার আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না।" আচার্য্য প্রীত হইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি সমগ্র পক্ষি-শরীর দেখিতেছ?" অর্জ্জুন বলিলেন, "আমি পক্ষীর মন্তক ভিন্ন অবশিষ্ট কলেবর কিছুই দেখিতেছি না। ইহাতে আচার্য্য অধিকতর সম্ভন্ত ইয়া বিদ্বাক্ষপ করিয়া পক্ষীকে ভূতলে পাতিত করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত অব্যায়িকায় আমরা দেখিতে পাই একমাত্র অর্জুন কেবল লক্ষ্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টি করিয়া পক্ষীকে ভূতলশায়ী করিতে সক্ষম হইলেন, আর অপরাপর রাজকুমারগণ নানা বিষয়ে মনঃসংযোগ করাতে কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন লা। সেইরূপ আমরা যে কোন উদ্দেশ্য সংসিদ্ধ করিতে সক্ষর করি না, তাহার মূলে একাগ্রতা ও পূর্ণমনোযোগ

অতিশব্ধ প্রয়োজনীয়। নানা বিষয়ে বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সমাহিত ক্রিতে না পারিলে উদ্দেশ্য সিদ্ধির আশা কোথায়?

মনস্তত্ত্বিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে মনের একাধার আছে। জভবস্তু সকল যেমন স্বাস্থ অধিকৃত স্থানে স্থানাবরোধকতা ধর্মপ্রযুক্ত অন্যান্য বস্তুর অবস্থিতির অবরোধ জন্মায়, সেইরূপ একাধারবিশিষ্ট মনও এক সময়ে এক বিষয় সম্যকপ্রকারে চিন্তা করিতে সক্ষম এবং এক চিন্তার বিরাম না হইলে অপর চিন্তা মনকে অধিকার করা সম্ভব নহে। শিশুদিগের মনের ক্রিয়া পর্যালোচনা করিলে ইহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওরা যায়। তাহারা যখন কোন বস্তুর প্রতি চাহিয়া থাকে বা কোন শব্দ শ্রবণ করে, তথন তাহাদিগের মন দ্রষ্টবা বা শ্রোতব্য বিষয়ে এতদুর সংযত হয় যে, বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু বয়দ ও জ্ঞানবুদ্ধিদহকারে আমাদিগের মন এক সময়ে অনেক বিষয় চিন্তা করিতে সক্ষম বলিয়া বোধ হয়। পরস্কু প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার কারণ পরম্পরাক্রমে ক্রত চিন্তা করি-বার অভ্যাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। আর দেই অভ্যাসই কালে হিতীয় স্বভাবের ন্যার বোধ হয়। এই প্রকার ক্ষিপ্রচিন্তার ক্ষম-তা হইলেও কেহবলিতে পারেন না যে এক সময়ে মন অনেক বিষয় চিন্তা করিতে সক্ষম। যেমন একটা গোলা এক খণ্ড রজ্জুর প্রান্তভাগে ৰান্ধিয়া বেগে ঘূর্ণিত করিলে শূন্যে যে বুতাকার **दिवश পড়িতে থাকে, তাহা সমকালে নিরবচ্ছিন্নভাবে চতুর্দ্ধিকে** ঘুরিতেছে বলিয়া ভ্রম হওয়া আশ্চর্ট্য নহে; সেই প্রকার চিতার ক্রত পারম্পর্য্যবশতঃ সমকালে মন অনেক বিষয় চিন্তা করিতে দক্ষম বলিয়া ভ্রম হওয়াও বিচিত্র নহে।

মনের এই প্রকার প্রকৃতি হেতু, কোন বিষয়ের পুজ্লারুপুজ্ল জান লাভ করিতে হইলে আমাদের সেই বিষয়ের প্রতি অবিভক্ত মনোযোগ দেওয়া আবশুক। এইরূপে যিনি বিষয়ান্তর হইতে মন প্রত্যাহার করিয়া কোনও নির্দিষ্ট বিষয়ে দীঘ কাল অভিনিবেশ করিতে পারেন, তিনি সেই বিষয়ে সহজে অধিক জান লাভ করিতে সক্ষম হন। অপরস্ত যাঁহার মনের একাপ্রতা নাই, কেবল বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে যাঁহার মননিয়ত পরিভ্রমণ করে,তিনি কখনও তাদৃশ ফল লাভ করিতে সক্ষম হন না। মনঃ সংযোগের এই প্রকার তারতম্য প্রযুক্ত জ্ঞানের বৈষম্য ঘটয়া পাকে। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের প্রতি দৃষ্টিশাভ করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে; যে ছাত্র মধিক পরিমাণে পাঠের প্রতি মনোনিবেশ করিতে শিথিয়াছে, সে অতি অয় সময়ের মধ্যে ও অনায়াসে পাঠ আয়ভ করিতে শারে, কিন্তু অনাবিষ্ট ছাত্র সেরূপ কথনই পারে না।

এক্ষণে, মনোযোগ সাধনের ছই একটী উপায় নিদি'ট হইতেছেঃ—

১ম। যাঁহার বে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ আছে, তাঁহার সেই বিষয়ের প্রতি মনঃসংবাগ হওয়া স্বাভাবিক। ক্রীড়াসক্ত বাল-কের মনে ক্রীড়ার বস্ত যেমন স্থান পায়,পাঠ্যপুস্তক অথবা শিক্ষা সংক্রান্ত অন্য বিষয় তাদৃশ স্থান পায় না। অতএব প্রথম উপায়, অবলম্বিত বিষয়ের প্রতি অনুরাগ স্থাপনের চেন্টা। ইহা ক্রিতে হইলে মনের দৃঢ়তা আবশ্যক। একবার লক্ষ্য স্থির করিয়া যদি তাহা সিদ্ধ করিবার জন্য নিদ্ধি সময়ে চেটা করা যায়,প্রথম প্রথম এই সাধন কিয়ৎপরিমাণে কটকর হইলেও সময়ে স্থকর ইইবে ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অভ্যাদের ক্ষমতা এত অধিক যে ইহা স্বভাবকেও কিয়ৎপরিমাণে অভিক্রম করিতে-পারে। বহুদিন কারাগারে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হইরাও প্রথমে কিছুদিন স্বাধীনতা স্থথের আস্বাদ পার না। তাহার পক্ষে কারাগৃহের ক্ষম বায়ু যেন মুক্তগগণের মুক্তবায়ু অপেক্ষা অধিকতর প্রীতিকর।

২য়। বাঁহার মন যে পর্যায়ে উন্নত হইয়াছে, তাঁহার মন
সেই পর্যায়ের উপযোগী বিষয়ে অধিক সংযত হয়। যোর
বিষয়ায় ক ব্যক্তির মনে সাংসারিক বিষয় যে প্রকার স্থান পায়,
ধর্মের উচ্চ উচ্চ বিষয় তাদৃশ স্থান পায় না। ভাবৃক কবি
স্বভাব-সৌন্দর্য্যে যেমন মোহিত হইয়া আয়বিল্মৃত হইতে
পারেন,চিন্তাবিহীন লোক সেই শোভায় তাদৃশ মনোনিবেশ
করিতে পারে না। অতএব মানের পর্যায়মত কার্য্য
অবলম্বন করা মনোযোগ সাধনের অন্যত্র প্রধান উপায়।

তয়। অবলম্বিত হিতকর কাষে রির শেষদিন স্মরণ করিয়া
আশাপূর্ণ হাদরে অপেক্ষা করা মনোযোগ সাধনের আর
একটা প্রকৃষ্ট উপায়। কাজ করিতে করিতে চিত্ত বিচলিত হইতে
পারে, কিন্তু সেই উচ্ছু আল মনকে স্ববশে আনিতে হইলে, শেষ
ফলের প্রতি আশাবিত হইয়া দৃষ্টিকরিতে হইবে। যদি উদাম
ও পরিশ্রম শক্তি হাস হইয়া পড়ে, তাহা ঐ আশার সংযোগে
আবার শতগুণ বর্দ্ধিত হইবে।

জ্ঞান-সাধন।

বাইবেলে বর্ণিত আছে, ডেভিডের পুত্র সলোমন্ পিতার মৃত্যু হইলে রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়া প্রভূ পরমেশ্বরের পূজার্থ জিবিয়ান্ নামক স্থানে গমন করেন। রাতিকালে স্বপাৰস্থায় জগদীশ্বর **স**লোমনের নিকট আবিভূ*তি* হইয়**া** বলিলেন''আমি তোমাকে কি দিব, প্রার্থনা কর।" তরুণভূপতি পার্থিব ধন, মান, ঐশ্বর্ধা, দীর্ঘায়ুঃ প্রভৃতি কিছুই প্রার্থনা না করিয়া বলিলেন, "প্রভু, ভূমি যথন রূপা করিয়া এ দাসকে অসংখ্য প্রজাবুদের অধীশ্ব করিয়াছ তথন আর কি চাহিব, বাহাতে সভ্য ও অসভ্য নির্ণয় করিয়া এই অসংখ্য প্রজাপুঞ্জকে স্থশাসনে রাখিতে পারি,আমাকে এ প্রকার বিশুদ্ধ জ্ঞান দেও।^{*} এই কথায় পরমেশ্বর পরিতৃষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি ধন মান দীর্ঘজীবন শত্রুকুলধ্বংস এ সকল না চাহিয়া প্রকৃত জ্ঞান ভিক্ষা করিলে, আমি তোমাকে প্রার্থিত বিশুদ্ধ জ্ঞান ত দিলাম এবং তদ্ভিন্ন তুমি, ধনমানাদি বাহা প্রার্থনা কর নাই, তাহাও অ্বাচিতভাবে প্রাপ্ত হইলে, এবং যদি তুমি আমার সেবক, তোমার পিতা, ডেভিডের ন্যায় সত্য ও ন্যায় পথে চল, আমি তোমাকে দীর্ঘ জীবন প্রদান করিতেও ক্ষান্ত থাকিব না"।

সলোমন জাগ্রত হইলেন। জেকজালেমে প্রত্যাগত হইয়া প্রভু পরমেশ্বরের পূজার্চনা করিয়া দাসদাসী প্রভৃতি সকলকে ভোজ দিলেন। তৎপরে ক্রমে তাঁহার গভীর জ্ঞান প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিন সহস্র জ্ঞানগর্ভ বচন এবং পঞ্চাধিক সহস্র সংগীত তাঁহার জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। মলোমনের সমকালবত্তী কত শত নৃপতি ছিলেন, কিন্তু আজি তাঁহার।
কোথার ? জগতে কি তাঁহাদের নাম ঘোষিত হই তেছে ? সভ্যসমাজের ইতিহাসে হয় ত তাঁহাদের নাম লিখিত থাকিতে পারে,
কিন্তু জগৎ কি কোন কালে তাঁহাদের স্থৃতি প্রিয় ও প্রয়োজনীয় বোধে বিস্থৃতির অতলজল হইতে উদ্ধার করিতে যত্নবান
হইয়াছে ? ৰাত্তবিক জ্ঞান ভিন্ন আব কিছুই মন্ত্র্যাকে অমর
জীবন প্রদান করিতে পারে না।

সলোমনের কথা পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে জ্ঞানের প্রাকৃতি ও খন্যান্য উপকারিত। আলোচনা করা যাউক। বহির্জ্জগতে স্থ্য প্রভৃতি জ্যোতিঃ পদার্থ যে প্রকার জগতের যাবতীয় অন্ধকার বিদ্রিত করিয়া দেয়, অন্তর্জগতে জ্ঞানজ্যোতিঃ ও দেইরূপ সকল প্রকার ভ্রমান্ধকার তিরোহিত করে। রাত্রিকালে বধন ধরা অস্ককারাবৃত হয়, তথন বেমন কোন বস্তু স্থুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া বায় না, এবং এক বস্তুকে অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ অন্তর্জ্জগতে জ্ঞানালোকের অভাবে সত্য নির্ণয় করা হুদ্ধর এবং অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রক্বততত্ত্বে কোন বিষয় দর্শন বা অমুচিন্তন করিতে হইলে এই আলোক বা জ্ঞানই 🗬 কমাত্র সহায়। জ্ঞান অঞ্জনের ন্যায় চক্ষুর দর্শন শক্তি বর্দ্ধি চ करत। ष्यळानीत हक्कू रंचशारन दुल वहिताकांत रंगिया প্রতিনিবৃত্ত হয়, জ্ঞানীর নেত্র সেই স্থূল বহিরাবরণ ভেদ করিয়া স্ক্রত্ম ও নিগৃঢ়ভাবে দেখানে প্রবেশ করে। অজ্ঞানীর পক্ষে त्य श्रान मृन्य, ब्लानीत शक्क त्मरे श्रान श्र्व । ब्लान श्रात व्यात्मात्कत माग्र जामाप्तत जीवनभर्थत अपूर्णक इतः जान जामापिशक इर्ष्ट्रत तत्न त्नीयान करत, जीवनमः धारम देहारे जामारनत অন্তরে অমিত বল সঞ্চার করে এবং পাপাস্থরকে পরাস্ত করিয়া আমাদের মন্তকে বিজয়মুক্ট পরাইয়া দেয়। সর্কোপরি এই জ্ঞান আমাদিগকে দেবাভরণে ভূষিত করিয়া সকল প্রকার অসত্য, অন্যায় ও ভ্রমান্ধকারের পরপার সেই জ্ঞানময় প্রভূপরমেশরের সরিধানে লইয়া যায়।

বহির্জ্জগতে জ্ঞান কি কি মহৎকার্য্য নিয়ত সংসাধিত করিতেছে, তাহা বিশেব করিয়া বিবৃত করিতে হইলে এই গ্রন্থের ক্ষুদ্র কলেবর পরিপূর্ণ হইয়া যায়; তবে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে সভ্যতার পরিপোনক শিল্পের সাহায্যে যে কিছু অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব সামগ্রী দেখিতে পাওরা যায়, সকলের মূল দেশে এই জ্ঞান বিদ্যানান থাকিয়া আশ্চর্যাক্রপে কার্য্য করিতেছে।

একণে, জ্ঞান সাধনের কয়েকটা উপায় নির্দিষ্ট হইতেছে:-

১ম। প্রকৃতি-সঙ্গ।

২য়। লোক-সন্ধ।

৩য়। গ্রন্থ-সঙ্গ।

মানব মনে জ্ঞান লাভের বাসমা স্বভাবতঃ অত্যন্ত বলবতী।
পর্যেশ্বর মনুষ্যকে যে কয়েকটা বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রির
প্রদান করিয়াছেন, তাহাই জ্ঞানলাভের দার স্বরূপ। ইহাদিগের
মধ্য দিরা মানব জ্ঞানোপার্ল্জন করে। মানব-শিশুর নিমীলিভ্ত
নেত্রে যে দিবস প্রথমে আলোক রশ্মি প্রবেশ করে, সেই দিন
হইতে আরম্ভ করিয়। উক্ত ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ
হইতে থাকে, সে জ্ঞানের আর পরিসমাপ্তি নাই। জ্ঞানের
জ্ঞলিধি মধ্যে দিবারাত্রি নিমগ্ন থাকিয়াও মানবের জ্ঞানপিপাসা
নির্ত্ত হইবার নহে, এ দাকণ পিপাসা অনম্ভ জ্ঞানের ভিৎস

একমাত্র ভূমা পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেইই মিটাইতে পারেন না।
কুদ্র শিশুর মনে যথন জ্ঞানের ক্রমিক বিকাশ হইতে থাকে,
তাহার গতি অন্থনরণ করা কেমন স্থাকর! শিশু জিজ্ঞাস্থ হইন্না
যথন জনক কি জননীর বক্ষে উঠিনা "এটা কি" "ওটা কি" প
প্রভৃতি মধুমাথা প্রশ্ন করিতে থাকে তাহা কি মধুর! শিশুর
ইক্রিয়গোচর জগতের তাবৎ পদার্থ অভিনব, সেই জন্যই
স্থভাবতঃ সে ঐরপ প্রশ্ন করে। ধন্য সেই দেশ যেখানে
শিশু তাহার প্রশ্নের সত্ত্বর প্রাপ্ত হইন্না অন্থদিন বন্ধসে ও জ্ঞানে
পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এইরপে শিশু ব্যোবৃদ্ধি সহকারে
প্রকৃতি ও লোকস্প হইতে বিস্তর জ্ঞানোপার্জন করিতে
থাকে।

উন্নতিপ্রাপ্ত সভ্য সমাজে জ্ঞানলাভ করিবার আর একটি প্রকৃত্ত উপায় প্রচলিত আছে, যাহা উপরে ''গ্রন্থসঙ্গ'' নামে অভিহিত হইয়াছে। চিন্তাশীল জ্ঞানাগণ প্রকৃতিকে পর্য্যালোচনা করিরা এবং লোক চরিত্র অবগত হইয়া যে পুস্তক রচনা করেন, তাহা পাঠ করিলে যে জ্ঞান লাভ হইবে আহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থসঙ্গ ধে বিদ্যালাভের অমোঘ সহায় ইহা প্রতিপন্ন করিবার আবশ্যকতা নাই, কারণ ইহা এতদ্র প্রমাণিত হইয়াছে যে অনেকেই মনে করেন যে গ্রন্থ পাঠ ভিন্ন শিক্ষা রাজ্যে প্রবেশ করিবার অন্য পথ নাই। তাঁহাদের এতদ্র বিখাদ, যিনি এই পথ অন্থসরণ না করেন তিনি ''বিদ্বান'' নামের যোগ্য নহেন। কিন্তু সামান্য বিচার করিলে ইহা দৃষ্ট হইবে যে শিক্ষার পক্ষে গ্রন্থ এক অত্যাবশ্যক উপায় বট্টে, কিন্তু এক মাত্র উপায় কথনই নহে। জনস্মান ও

প্রকৃতিরূপ স্থ্রিশাল গ্রন্থ মানবের শিক্ষার কার্য্য নিয়ত সম্পাদন করিতেছে।

অতএব সকল শিক্ষার্থীকৈ উপরের নির্দ্ধিটি তিনটী উপীবের প্রতি বিশেষ মনোবোগী হইতে হইবে। সর্কাদা জ্ঞানপিপাস্থ হইয়া অপ্রযন্তভাবে,পূর্ণ মনোবোগের সহিত প্রকৃতিকে আলোচনা করিতে হইবে। প্রকৃতিকে রাথিয়া লোকচরিত্র অবগত হইতে হইবে এবং লোক-সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গ্রন্থপাঠ করিতে হইবে।

শিশু-জীবন।

পৃথিবীতে থাকিয়াও যেন পার্থিব নহে, এপ্রকার পদার্থ যদি কেছ দেখিবার অভিলাবী হইয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি মাছ্কোড়শায়ী শিশুসন্তানের প্রতি চাহিয়া দেখুন। তাহার নবনীত পরাজিত কোমল অঙ্গপত্যঙ্গগুলি কেমন লাবণ্যময় ও নয়নান্দকর; শারদকোমুনীনিভ স্থানিয়্মল হাম্ভ শিশুর ঈষৎ রক্তাভ অধরে ও নয়নের কোণে প্রফুটিভ; সমগ্র,বদনমণ্ডল স্থমধুরভাবে পরিপূর্ণ; প্রত্যেক হন্তপদ সঞ্চালন ও বিক্ষারিত দৃষ্টি হৃদয়ের গভীর আনন্দব্যঞ্জক। সংসারের মলিন অপবিত্রতা এখনও শিশুকে স্পর্শ করিয়া কলঙ্কিত করে নাই; পৃথিবীর কঠোরতা, ছন্টিস্থা এখনও শিশুর কোমল পবিত্র ললাটে রেখা অঙ্কিত করিতে সমর্থ হয় নাই; কমলাননের প্রফুলতা বা হীরকোজ্জল ময়নের সরলতা এখনও ঘনবিয়াদের কালিমায় ও সংসাররর

কুটিলতার মলিন হয় মাই, হালয়মুকুরের নৈসর্গিক স্বচ্ছতা এখনও পাপের আবর্জনায় আচ্ছন্ন হইরা পড়ে নাই। সেই ক্ষেহের পুত্তলিকা, আনন্দের ছবি এখনও গৃহকে উৎসবপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে, পিতা মাতা ভাতা ভগিনী আত্মীয় স্বজন—এমন কি নিঃসম্পর্ক দুর্ণকগণেরও আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে, শোক-সম্ভপ্ত চিত্তকে স্থশীতল এবং উদাস প্রাণকে ম্বেহরজ্বতে বদ্ধ করিয়া সংসারের প্রতি আরুষ্ট করিতেছে। শিশু এথনও আত্মপর ভাবনা শিক্ষা করে নাই, তাহার ভালবাসা এখনও স্বার্থে পরিণত হয় নাই, নিরাশা ছঃথ দারিদ্রোর ভীষণমূর্ত্তি এখনও শিশুর চিত্তের শান্তি হরণ করে নাই, যশোলিপার মোহিনী মূর্ত্তি এগনও তাহার চিত্তকে চঞ্চল বা বিপথগামী করে নাই। অর্থ গৃধ নুতার কুছকে পড়িয়া হা অর্থ ! হা অর্থ ! করত গৃহ-প্রাঙ্গণ-বিচরণ-শীল শিশুর কুদ্র পদ-নুগল যৌজনশতপথ অতিক্রম করিতে শিক্ষা করে নাই, উত্তাল তরঙ্গসমূল হুস্তর জল্ধি বক্ষে তর্ণী ভাসাইয়া দিন যামিনী ক্ষতি লাভের শুটিকা গণনা করিতে করিতে ধন-দেবতার উপাসনায় এখন ও শিওর প্রাণ মন নিয়োজিত হয় নাই। শিশুর এথনও সকলই কমনীয়, সকলই মনোমত, সকলই প্রেমপ্লুত।

এমন কে আছেন যে এ প্রকার শিশুরত্বকে দেখিতে আর তাহার অসামান্য রূপ-রাশিতে মগ্ন হইয়া তাহার দেবভাব চিন্তনে সময়ে প্রাণ মনকে স্থেশাগরে ভাসাইতে ইচ্ছা না করেন ? মনোমধ্যে এই সকল ভাবিয়া আর কি কেহ শিশুকে মর্ত্তাজীব বলিতে সাহসী হইবেন ? আমরা কলম্বী, পাপ তাপে তাপিত,বিষয় মদে মত,নিক্ট সার্থপরায়ণ,প্রবল সাংসারিকতায় নিমগ্নচিত্ত, আমাদের মধ্যে স্বর্গীয় শিশুকে সামান্য চক্ষে দে-থিয়া তাহাকে কি পাঁচজনের একজন বলিয়া ভাবিব ? না—তাহা হইতেই পারে না। আমরা তাহাকে পৃথিনীর অতীত স্বর্গীয় বস্তু বলিয়া ভাবিব এবং তাহা হইতে আমাদের ভীবনের শিক্ষা লাভ করিব।

কোন প্রক্রের ধর্মাচার্য্য বলিয়াছেন যে, দরাময় ঈশ্বর মানবকে সর্গের পণ, সর্গের শোভা দেখাইবার জন্য যেন সময়ে সময়ে এক একটা বিশেষ পদার্থ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, বাহা প্রাপ্ত হটলে আমাদের আনন্দ ও শিক্ষা লাভ হয়, আর তাহা বেন এ জগতের অতীত বলিয়া বোধ হয়। যথা, বসতের সমীরণ, শরতের শনী, স্থান্দর স্থান্দি কুম্বান, বিহঙ্গের মধ্ব কঠণবনি, শিশুর সহাস্য বদনমণ্ডল ইত্যাদি। বাস্তবিক আমরাও একটু হির হইয়া চিন্ধা করিলে দেখিতে পাই বে, সত্যই শিশু এজগতের অতীত সৌন্দর্য্য প্রাপ্ত ইইয়া স্থ ইইয়াছে। আর তাহার প্রক্রতা সরলতা প্রভৃতির রাশি রাশি দেবভাব, পৃথিবীর সমস্ত নরনারীর—এমন কি যোর বিবয়ীর চিতকেও আরুই করত স্বর্গের পথ ও স্বর্গের সৌন্দর্য্য দেখাইবার জন্য যেন সঙ্গেত করিতেছে।

শিশু কি প্রকার, তাহা কতক ব্রিলাম। তাহার জীবন পর্যালোচনার প্রবৃত্ত হইরা দেখিতে পাই, জরার্বন্ধন বিমৃক্ত হইলে শিশুর উন্মীলিত নেত্রে যথন প্রথম আলোকরশ্মি প্রবিষ্ট হয়, অমনি শিশু ক্রন্দন করিয়া উঠে। স্বাভাবিক তেজঃকান্তিতে অরিষ্ট-শব্যা আলোকিত হয়, শিশু আন্মীয় স্বন্দ প্রতিবেশী দুর্শক সকলেরই মনোহরণ করে, সকলের

মত্নেও আহরে শশিকলার ন্যায় অনুদিন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। দেখিতে পাই কথন বা শিশু জননীর অঙ্ক-শয্যায় শয়ান হইয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি নিকেপ করত অনন্ত প্রসারিত গগণমণ্ডলে চন্দ্র দেখিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করে, ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে থাকে। এই হাস্য বড় সরল ও মধুর। শিশুর অধরের এই বিমল হাস্যাদি তুলনার বুঝিতে হয়, তাহা হইলে আমরা শরতের স্থনীল আকাশের পানে তাকা-ইয়া পূর্ণশশীর বিমল সৌন্দর্য্য-সাগরে মগ্ন হই, অথবা কোন নিভৃত প্রদেশে বিক্ষিত কুস্থমনীর পানে নেত্রপাত করিয়া থাকি, মৃত্ব মৃত্ব পবন-হিলোলে পুষ্পটী হেলিতেছে ছলিতেছে, নাসিকার ভৃপ্তিকর গল্পে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে, ইহাই মনে মনে ধ্যান করি। প্রকৃতির এই ছুইটা দুশ্য, যাহা কল্লনা করিলেও মনোমধ্যে কত শান্তিও আনন্দের লহরী উঠিতে থাকে, যদি কেহ কথন দর্শন এবং অন্নভব করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি শিশুর প্রিত্র মুখ্মগুলে চিত্তবিনোদন হাস্যের: কতক আভাস হুদর্ভ্বন করিতে পারেন। দেখিতে পাই, শিশু মাতার ক্রোড়স্থ হইয়া কথন বা হস্ত প্রসারণ করিতেছে, কথন বা জননীর বস্ত্রাঞ্ল টানিতেছে, কথনও বা স্বীয় অঙ্গুলি লেহন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে শিশুর বাক্শক্তির উদয় হয়, প্রথমে অক্ট ধ্বনি "ওয়া" শব্দ এবং ক্রন ভিন্ন শিশু আর কিছুই জানে না, ক্রমে আধ আধ স্বরে মা, মা, বা, বা ইত্যাদি মধুর সম্বোধন করিতে শিক্ষা করে। তাহার পরে দেখি •শিশু অয়ে অয়ে ছই একটা ক্রিয়া কথা উচ্চারণ

করিতে থাকে। ভাষা-তত্তারুসন্ধায়ী-পণ্ডিতগণ শিশুর এই স্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে বিজ্ঞানের অতি গভীর তত্ত্ব শিক্ষা করিতে পারেন। শিশুর গতি ক্রিয়া শিক্ষাপ্রণালীও मायाना जाम्हर्या नम्र। प्रथमा, कृत्यं, वृतार, बायन এই সকল অবতারের অভিনয় করিয়া শিশু দ্বিপদের উপর ভর দিয়া চলিতে থাকে। শিশুর হস্ত পদে যথন একটু ৰল সঞ্চার হইয়াছে, তথন তাহাকে ধরিয়া রাখে কাহার সাধ্য ? মে একণে সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া অপেক্ষাকৃত স্বান্তবত্তী হইতে শিথিয়াছে, গৃহের মধ্যে এঘর ওঘর করিতে শিথিয়াছে, অনুসন্ধান প্রবৃত্তির দিন দিন পরিচালনা ও ফুর্ত্তি হইতেছে। এ জগতের বাহা কিছু আমাদিগের ইন্দ্রিয়গোচর হয়, সে সকলই শিশুর চক্ষে নৃতন, স্থুতরাং আকাশ, চক্র, স্থ্য, নক্ষত্র, বিহাৎ, মেঘ, বৃক্ষ, লতা, পুষ্প, পশু, পক্ষী, সকলই শিশুর চক্ষে অতিশয় প্রিয়দর্শন। এক্ষণে শিশু জননীর ক্রোডে বসিয়া বা জনকের বক্ষান্তলে উঠিয়া "এটা কি ? " "ওটা কি ?" ইত্যাদি মধুমাথা কথায় সকলকে মোহিত করিতে থাকে এবং দেই সঙ্গে তাহার কত ভাবোদয় ও জ্ঞান সঞ্চারের স্ত্রপাত হয়! এই যে অনুসন্ধিৎসার উন্মেষ হইল, ইহাকেই শিশুর শিক্ষা ও উন্নতির মূলীভূত কারণক্রপে নির্দেশ করিতে হইবে, কারণ আমরা দেখিতে পাই যে মানবের এই প্রবৃত্তির অপরিমেয় আকাজ্ফা কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইবার নহে। শিক্ষার পর শিক্ষা উন্নতির পর উন্নতি, তর্ও এই শিক্ষা এই উন্নতি ফুরায় না,—দ্রুষ্টব্য যাহা দেখিল, চক্ষ কিয়ৎপরিমাণে ত্রপ্তি লাভও করিল, কিন্তু তবুও দর্শন ম্পাহা

চরিতার্থ হইল না; -- চিস্তিতব্য যাহা তাহা চিস্তা করিল, তবুও চিস্তার বিরাম নাই ;—আকাশ পাতাল,চক্র স্থ্য, জীবন মুত্যু, ইহকাল প্রকাল, বিপদ সম্পদ, পাপ পুণ্য স্কলই চিন্তা ও জ্ঞানের বিষয় হইল, কত শত প্রকৃতির নিগুঢ়তত্ত আবিফুত হইল, তবুও অদীম জানপিপাদার নির্তি নাই। চিরউন্নতিশীল আ্যার সমুদ্রশোষী পিপাসা কি কথন শিশির-বিন্দুপানে পরিতৃপ্ত হইতে পারে? অমৃতধামের যাত্রী যাহার তাহারা কি পার্থিব বিষয় সকল, যাহার সম্বন্ধ জীবের মৃত্যুর সহিত বিচ্ছিন্ন হয়, চির দিন সেই সকলকেই যথাসর্কস্ব বলিয়া ভাবিবে ? যাহাহউক এ বিষয়ে বাহুল্য বর্ণনার প্রয়োজন'ভাব। পরন্ত এই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি যে উন্নতিমূলক, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন; কারণ এই প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিতে হইলে শিক্ষার প্রয়োজন হয়, এবং বুদ্ধি পরিমার্জিত ও জ্ঞানের উদ্বোধ না হইলে প্রকৃত পক্ষে বস্তু বা ব্যক্তির তত্ত্ব অবগত হওয়া যায় না, অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষা লাভ হয় না। অতএব শিশুকে শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হওয়া আবশ্যক,কারণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন এই বাল্য শিক্ষার উপর বিশেষ নির্ভর করিতেছে। বলা বাহুল্য যে আমরা শুদ্ধ শিক্ষক সমীপে পুস্তকাধ্যয়ন করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করিতেছি না, পরম্ভ বাল্যকালে পিতামাতা ও আত্মীয়ম্বজনের বা প্রতিবেশী বর্গের আচার ব্যবহার যাহা শিশু প্রতিনিয়ত দেখিতে গাকে বা শুনিতে পায়, সে সকল বিষয়ই শিক্ষার কার্য্য করিতে থাকে। আমরা দৈনিক জীবনে বা ইতিহাসের পৃষ্ঠার সাধু মহাত্মাদিগের বৈশাকিক ক্রিয়া কলাপ দর্শন বা

পাঠ করিয়া যে মুগ্ধ হই, তাহার কারণ নির্দেশ করিতে হইলে, সকলের মূলে শিক্ষার দিকেই আমাদিগের দৃষ্টি পড়ে। আমরাও অনেক সময় দেখিয়াছি যে গৃহে পিতা মাতা পবিত্র ধর্মান্ত্র্যান দারা সংসার্যাত্র! নির্দ্ধাহ করেন, তাহাদিগের সন্তান সন্ততি ও প্লাের শুভ্র জ্যােৎসাতে বিমণ্ডিত হয়। ইহার অন্যথা হইলে শিশু অপবিত্রতা শিক্ষা করিয়া গৃহের ও প্রতিবাদী বর্গের মহা অস্থের ও যন্ত্রণার কারণ হইয়া উঠে, এবং সংসারের পাপস্রোত আরও প্রবল্বেগে পরিবর্দ্ধিত করে।

বে দেশে যে ভাবে শিক্ষা প্রদান করিলে শিশু প্রাক্তপক্ষে জীবনের অভীষ্ট উদ্দেশ্য সংসাধিত করিতে সক্ষম হইবে, সেই দেশে সেইপ্রকার শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করাই প্রশস্ত ও মঙ্গলদারক। সাধারণতঃ মানবপ্রকৃতি এক প্রকার হইলেও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভৌগোলিক অবস্থান্থসারে প্রকৃতির অনেক ভারতম্য সংঘটিত হইনা থাকে। আরও ইতির্ত্ত, কিম্মন্তী, পৌরাণিক কথা ইত্যাদি অনেক পরিমাণে দেশ বিশেষের জাতীয় জীবন সংগঠনে সাহায্য করে। এই সকল কারণ বশতঃ এক প্রকার শিক্ষা কথনই সর্ক্তা প্রবৃত্তিত করা স্থবিহিত নহে।

জীবনের উদ্দেশ্য।

অর্থ শ্লেষ্ট্র প্রতি।—ওহে ধনিন্! বল দেখি ভাই! তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি? তুমি ত দিবা রাত্রি ধনের উদ্দেশ ছুটিতেছ, আহার নিজা পরিত্যাগ করিয়া শারীরিক নানাবিধ কট গণনা না করিয়া নিয়ত ধনোপার্জনের জন্য রাস্ত্র থাক,

তোমাকে দেথিয়া বোধ হয় ধনোপার্জন করাই যেন জীবনের এক মাত্র কার্য্য, বাস্তবিক কি তাই ?

ধনীর উত্তর।— "আহাঁ! তাহাতে কি আর সন্দেহ আছে, যার ঘরে ধন আছে তার কি না আছে ? সকল প্রকার স্থাও আনোদ লাভের ধনই এক মাত্র উপায়। '' ইত্যাকার ধনের আনেক মহিমা শুনিয়া আমি চিন্তা করিলান ধনী যাহা বলিল তাহা কি সত্য ?

যশোলিপার প্রতি।—ভাই! তোমার জীবনের উদ্দেশ্য কি ? দেখিতে পাই কেবল যশ পাইবার জন্য তুমি নানাবিধ উপায় অবলম্বন কর। আজি তুনি রাজ প্রদাবাকাজ্জী হইয়া "ইডেন ব। অন্য কোন মহাপুক্ষের ''মেমোরিয়ালফণ্ডে '' সহস্র সহস্র মুদ্রা দান কর, অথচ দেশীয় কোন দ্বত্তিলে তোমার হস্তম্ ক্থনও মুক্ত হয় না। কালি তুনি "টাউনহলে" ভোজ দিয়া ইংরাজ মহলে নাম কিনিতেছ, পরখ ভোমার এক জন নিতান্ত আস্মীয় অন বত্ত্বের মতাবে তোনার দারত হইয়াও সাহায্য প্রাপ্ত না হইরা ফিরিয়া বাইতেছে, সমান পত্রের ভভে তোমার নাম দেশ বিদেশে কীর্ত্তিত হয়, কিন্তু তোমার নিবাদ প্লিতে তোমার ভয়ে 'প্রকাশ্যে না হউক—অপ্রকাশ্যে, তোমার কত অপয়শঃ কীর্ত্তিত হয়। কথন বা পূজাদি উপলক্ষে থিয়েটার, যাত্রা, বাইনাচ দির। মহা ধুমধাম কর। তোমাকে দেথিয়া বোধ হয় যেন তুমি যশোলাভ ক্রিবার জন্য লালায়িত। ৰাজবিক যুখ উপাৰ্ক্ষন করাই কি তোমার জীবনের এক্ষাত্র উদ্দেশ্য ?

বঁশোলিপুর উত্তর।—"আহা! তাহাতে কি আর সন্দেহ

আছে। অপ্যশের ভাগী হওয়া বা জগতের অজ্ঞাত থাকা ত মৃত্যুর সমান ঃ বাহাকে দশজনে চিনিল না তাহার আর বাঁচিয়া আবশ্যক কি ?" এইরূপে যশোলিপ্সু আমাকে অনেক কথা শুনাইয়া দিলেন।

জ্ঞানাভিমানী শিক্ষিতের প্রতি।—ভাই! 'তুমি বে রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া থাক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভের জন্য যে তুমি রাত্রি জাগরণাদি বারা শরীরকে ক্ষয় কর, তোমার ভাবলম্বিত কার্যাই কি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ?

জ্ঞানাভিমানীর উত্তর ।—''তাহাও কি আবার জিজ্ঞাস্য!
বৈ পৃস্তক পাঠ করিতে না জানে, সভায় বক্তৃতাদি করিতে না
পারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি রূপ রত্ন লাভে অসমর্থ, চক্ষ্
থাকিতেও অফ, তাহার ত পশু জন্ম আজিও ঘুচে নাই, আর
উপাধিরত্ব আহরণ করিতে বে অক্ষম, সে একান্তই দীনহীন ও
নিতান্ত কুপাপাত্র।"

এই প্রকারে জীবনের উদ্দেশ্য কি ? এই প্রশারে পৃথক পৃথক উত্তর পাইরা আমার মনে হইল যে, সকলের কথাই কিছু সতা হইতে পারে না, যদি এক জনের সতা হয় তবে অপরের কথা অসতা তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব আ্মাদৃষ্টি করিয়া দেখা যাউক কি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত উত্তরের বিচার।

এক্ষণে, বিচার করিয়া দেখি, ধনোপার্জ্জনই কি আমার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে পারে? আছো, আমি যদি রাশি রাশি ধনের অধিকারী হই, তাহা হইলে কি আমার সকল আশা নিটিমে? সহস্র বা লক্ষপতি হইয়াও যদি, আমার শরীর চিররুগ্নাবস্থায় থাকে বা আমি অসম্ভষ্ট চিত্ত হই, তাহা হইলে আমার রাশীকৃত ধন কি আমাকে স্থুখ ও শান্তি দিতে পারিবে ? সেই যে কুপণ মৃত্যুশব্যায় শ্রান হইয়া সমস্ত জীবনে দঞ্চিত মুদ্রাধার দকল দেথিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করাতে যথন দে দকল তাহার সম্মথে আনীত হইল, তথন দেকি করিয়াছিল? না, সে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল. ''হায়! হায়! এই সকল ধন ত আমাকে এ সময়ে স্থুখ দিতে পারিল না, ইহারা আমার সম্বন্ধে এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ধূলির न्याय अकिथिएकत, आंत्र शृद्धि वा देशता आमारक কি স্থুথ দিয়াছে ? নিশীথ সময়ে যথন দরিত্র কাঙ্গাল, পর্ণকূটীর-বাসী নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া বিরামদায়িনী নিদ্রার স্থকোমল ক্রোড়ে মন্তক রাথিয়া অকাতরে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, আমি তথন, পাছে দম্যু ও তম্বর আমার বহু কর্টোপার্জ্জিত ধন লইয়া যায় এই ভয়ে, স্থনিদ্রার স্থথ অহুতব করিতে বঞ্চিত হইয়াছি; যদিও কদাচিৎ নিদ্রাবেশ হইয়াছে, বায়ুতাড়িত বাতায়ন শব্দ ইত্যাদি অমূলক কারণে চমকিত হইয়া জাগ্রত হইয়াছি।" কুপণের এই প্রকার থেদোক্তি কি আমাকে শিক্ষা দিবে না? সত্য বটে, অর্জনম্পৃহা আমার অন্যান্য প্রবৃত্তির ন্যায় একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, কিন্তু তাই বলিয়া ধনোপার্জনই কি আমার সর্ব্বস্থ হইবে ? আমার পার্থিব জীবনের পরিসমাপ্তির সহিত যাহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবে, যে তুচ্ছ ধন আমার অমর আত্মার চিরসম্বল ছইতে পারিল না, সেই অকিঞ্চিৎকর অর্থের জন্য কি আমার অমূল্য জীবন যাপিত হইবে ? তবে অর্জনম্পৃহা যদি পরমেশ্বর বিবাছেন তবে আমি কি উপার্জন করিব? অবশ্য সংসারে

থাকিয়া আমাকে ধন সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু ধনে পর্জ্জান कता आमात जीवत्नत अकमाव छेत्ममा इरेट भारत ना, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় স্বরূপ হইবে। এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য কি? না সেই পরমেশ্বর রূপ পর্ম ধনকে লাভ করা। সেই ष्यक्र भरनाशाङ्ग् नरे षागांत कीवरनत छेत्क्मा रहेरल शास्त्र। বান্তবিক পৃথিবীর ক্ষয়শীল ধন পাইয়া আমার আত্মার অনন্ত ष्यर्ष्क्रनम्पृहा निवृद्ध इत्र ना। প्रत्मित्रं क्रभ প्रत्म धनहे আমার প্রাণের দারুণ পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম। এই यर्गीय धन गरेया आगाटक পृथिवीत धनी पिटणत न्यांस উत्पर्ग-ভারে প্রপীডিত হইতে হইবে না। আমি সচ্চন্দে বিচরণ করিয়া বেড়াইব, কারণ এই ধন এমনই আশ্চর্য্য যে ইহা সর্ব্রদা সর্বত্র সঙ্গে বাকিতে পারে। এই অমূল্য ধনের আধার আমার এই হৃদয়। তাই সাধু ভক্তগণ পৃথিবীর ধূলিসম ধন তুচ্ছ করিয়া ঈশ্বরকে প্রিয়তম হৃদয়ধন বলিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা যথন এই পর্ম ধনকে বিষয় ঘোরে হারাইয়া ফেলেন তথন তাঁহারা ব্যাকুল হইয়া হাহাকার করিতে থাকেন। তাই তাঁহারা সংসারের সর্বন্ধ ছাড়িয়া, বিষয় বিভব, স্ত্রী পুত্র, সকলের মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া, কেহ বা গভীর অরণ্য মাঝে, কেহ বা পর্বতকদরে, কেহ বা প্রকৃতির ক্রোড়স্থ পর্ণকৃটীরে যোগধ্যানে রত থাকেন।

দিতীয়তঃ, দেখা যাউক যশোলাভ আমার জীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে কি না? নিয়ের করা যাউক যশ কি প্রকর ইহা মুখের বায়ু মাত্র, উচ্চারিত হইবামাত্র আকাশে—শুন্যে বিশীন হইয়া যায়। যে যশ এত শূন্যগর্ভ, যাহা এড চঞ্চল, অস্থায়ী যে এই যিনি যশের উচ্চ মন্দিরে উঠিলেন, পরক্ষণে আবার তিনিই স্থদ্রবর্ত্তী নিম্ন ভূমিতে বিচরণ করি-তেছেন, যশ যাহা পরের মুখের কথা মাত্র, যাহা এত অসার ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান, সেই যশ কি আমার অম্ল্য অনন্ত জীবনের উদ্দেশ্যস্থল হইবে ? আবার দেখিতে পাই যশোলিপ্সূ জীবদ্দশার যাহা কিছু যশ উপার্জন করিয়া গেলেন তাহা হয় ত তাঁহার মৃত্যুর কিছু কাল পরেই অন্তহিত হইল; লোকে ভুলিয়া আর তাঁহার নাম গ্রহণ করেনা, কারণতিনি এমন কিছু করেন নাই যদারা তাঁহার স্মৃতি সকলের নিকট প্রিয় হয়, তাঁহার কার্য্যকলাপ মানব-হৃদয়ের উপর আধিপত্য করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহার স্থৃতি চিরস্থায়ী হুইবে ? অপরস্তু দেখিতে পাই প্রকৃত উদারতেতা মহাম্নাগণ যশের চাক্চিক্যে মু**গ্ধ না** হইয়া এমন সকল কাৰ্য্য করিয়াছেন যাহাতে তাঁহারা অমর থ্যাতিলাভ করিয়াছেন। মহাঝা শাক্যসিংহ, চৈতন্য, নানক, কবীর, ঈশা, মুশা, মহম্মদ প্রভৃতি ধার্ম্মিকগণ, অসংখ্য ধর্মবীরগণ, বাঁহাদের শোণিতের উপর গিজ্জা, মসজিদ ও ধর্ম মন্দির সকলের চূড়া সগৌরবে উর্দ্ধে দণ্ডায়মান, তাঁহারা লগতের নিকট পরিচিত, আদৃত হইবার ইচ্ছা ক্ষণমাত্র হৃদয়ে পোষণ না করিয়াও আপনাদিগকে প্রাতঃশ্বরণীয় করিয়া গিয়াছেন। যুগে যুগে মহুষ্যগণ তাঁহাদের অমান্নবী ক্রিয়া সকল পাঠ করিয়া অবাক**্হইতেছেন। তবে যশোলাভ করাই** কি জীবনের এক মাত্র উদ্দেশ্য হইবে কথনই না।

ভূতীয়তঃ, জ্ঞানাভিমানীর উত্তর বিচার করিয়া দেথিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে যে, তাঁহার কুণায় আমার হৃদয় ক্থনই

সায় দিতে পারে না ? মানিলাম রাশি রাশি পুস্তক পাঠ করিয়া জগতের অনেকানেক গৃঢ় সত্য সকল অবগত হইতে পারা হায়, মানিলাম উপাধিরত্ন সংগ্রহ করিতে পারিলে সমাজ মধ্যে উচ্চ আদন প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু তাই বলিয়া কি কয়েকটী কঠোর সত্য জানিয়া ও বিধবিদ্যালয়ের উপাধির মুক্ট পরিধান করিয়া যদি আমি জীবনের লক্ষ্য, সেই উচ্চ আদর্শ জ্ঞানময় ঈশ্বরকে জানিতে না পারিলাম, তাহা হইলে আমার দেই জ্ঞানে কি হইবে? যে জ্ঞান জীবনকে উন্নত করিতে পারিল না, প্রলোভনের হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিবার জন্য যাহা আমাকে বল দিতে পারিল না, যে জ্ঞান আমার মনে সৎসাহস সঞ্চার করিতে পারিল না, সেই অসার জ্ঞান লইয়া আমি কি করিব ? অতএব হে অর্থ গৃধ্রু ! তুমি পরমার্থকে উপার্জন কর; হে যশোলিপ্সু! তুমি লোক-প্রশংসার উপর নির্ভর না করিয়া ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন কর; এবং হে জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিত! জ্ঞানের গর্কা পরিহার করিয়া বিনম্রভাবে জ্ঞানময় ঈশ্বরকে জানিতে সচেষ্ট হও।

জাতীয় অভ্যুখান।

স্র্যোদ্যে তর্পত্র বা ত্ণোপরি একবিন্ শিশির মধ্যে বেমন অসীম আকাশের প্রতিবিদ্ধ লক্ষিত হয়; সাধু ও জ্ঞানী মহাত্মাদিগের হুই একটা কথা বা লেখার মধ্যে বেমন গভীর ভাবরাশির সমাবেশ দেখা যায়; দারুণ শোকের কশাঘাত নিপীড়িত জনের একটা অক্ষুট কথা বা দীর্ঘধাসের মধ্যে বেমন তাহার সম্ভপ্ত জদয়ের প্রগাড় হঃধরাশির পরিচয়• প্রাপ্ত

ছঙ্মা যায়; প্রাণসম প্রিয়তম বন্ধু বা পত্নীর সামান্য একটা সেহপূর্ণ দৃষ্টিতে, ছই একটা কথা বা কার্য্যে বেমন প্রত্তরের আক্রিম ভালবাসার নিদর্শন পাওয়া যায়; তেমনি পুরাতন বা অধুনাতন কোন মহৎজাতীর জাতীয় বা ব্যক্তিগত এক একটা সামান্য ঘটনার পশ্চাতে জাতীয় অভ্যুথানের মূলমন্ত্রত্বরূপ এক একটা মহৎভাব পরিলক্ষিত হয়। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থবর্ণ অক্ষরে নিথিত এই প্রকার একটা সামান্য অথচ স্থমহৎ ঘটনা উল্লেখ করিয়া আমরা জাতীয় উন্নতির প্রাণ কি, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব।

রোমীয় ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়, ক্রমাগত পিউনিক, মাসিডনীয় এবং স্পেনিস যুদ্ধের ঘাতপ্রতিবাতে বোমের সাধারণতম্ব প্রণালী যথন বিক্ষোভিত হইয়াছিল, রাজ্যশাসনের ক্ষতা সেনেট্ মহাসভার উপর অপিতি থাকাতে যথন কুশীন পেটি দীয়গণ (Patricians) প্রভূত ক্ষনতাপর হইয়া উঠিলেন, মৌলিক প্লিবিয়ানগণ (Plebians) বা সাধারণ প্রজাবর্গের যথন যন্ত্রণার এক শেষ হইতে লাগিল, তুর্বল প্রজাবনের ন্যায্য স্বয় সকল যথন অবাধে পদদলিত হইতে-ছিল, বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়া যথন পেট্রিয়গণ তাহাদের অসীম ধন, তুর্মল প্লিবিয়ানদিগের দলনে নিয়োজিত করিয়া রাজনৈতিক প্রভাব দিন দিন বর্দ্ধিত ও বিস্তৃত করিতে-ছিলেন, তৎকালে স্থবিখ্যাত প্রাতঃমরণীয়া গ্রেকাই জননী কর্ণেলিয়া দ্বাদশটী সন্তান লইয়া 'বিধবা হয়েন। তিনি এরূপ পরিণামদর্শিতা ও স্থবিবেচনার সহিত পরিবারবর্ণের রক্ষণীবেকুণ কার্য্যে মনোনিবেশ করেন ,যে, তিনি সকলের হাদরগত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এই বারটী সম্ভানের মধ্যে সেন্পোনিয়ন্নামী একদাত্র তনয়া এবং কেয়দ গ্রেক্স্ ও টাইবিরিয়দ্ গ্রেক্স্ নামক প্রদ্র ব্যতীত আর সকলেরই অপ্রাপ্তবয়্যে মৃত্যু হয়। দ্যাবতী প্রকৃতি গ্রেকাইদিগকে প্রবল্ প্রতিভা ও স্লাণ্বরাশিবিভ্ষিত করিলেও পুল্রয় মাতৃরত স্থানিকার নিকট বড় অল্ল ধাণী ছিলেন না।

একদা কোন ধনীর কন্যা কর্ণেলিয়ার সহিত শাক্ষাৎ করিতে আসিয়া গ্রেকাই জননীকে মুক্তা হীরকাদি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অলফার দেথাইবার জন্য অনুরোধ করেন। বৃদ্ধিনতী কর্ণেলিয়া নানাবিধ কথাপ্রদঙ্গে দেই ধনাভিনানিনী রম্ণীকে ব্যাপ্ত রাথিয়া কালবিলয় করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সমুজ্জন রত্নসম পুলুবর বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মাতৃগৃহে প্রবেশ করিল, অননি মাতা কর্ণেলিয়া সেই ধন-গর্কিতা রমণীকে পুত্রদিগের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ সহকারে বলিতে লাগিলেন, ''ইহারাই আমার মণিমুক্তা, ইহারাই আমার স্কোংকৃষ্ট আভরণ; আর এই প্রকার অলম্বারই সমাজের বল ও অবলম্বনম্বরূপ হইতে পারে; ইহাদের জ্যোতিঃ অত্যুজ্জল মণি মুক্তা হীরক অপেক্ষা শত সহস্রগুণে অধিকতর मी शिमानी"। धना (महे तम्बीतक, विनि धक्तन, महाराज कननी ट्रेग्राट्म, धना मिट्रे भूचं यिनि अमन जननीरक मा विनिश्रा সম্বোধন ক্রেন।

এই কুদ্র নামান্য অথচ স্লমহৎ আখ্যায়িকা হইতে আমরা

জাতীয় অভ্যুত্থানের একটা অমূল্য সঙ্কেত শিক্ষা করিতে,পারি। দেশের বাস্তবিক বল ও অবলম্বন কাহারা ? কোন ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া জাতীয় উন্নতিরূপ স্থূশোভন অটালিকা অটল-ভাবে সংগারবে দভায়মান থাকিতে সক্ষম? কোনও দেশ যথন নিতান্ত শোচনীয় অধোগতির একশেষ প্রাপ্ত হইয়া রদাতলে যাইতে থাকে, তথন কে সেই স্থাীন অধঃপতিত দেশকে উদ্ধার করিতে সক্ষম হয়েন ? যথন কোন্দেশ দেবছর্লভ স্বাধীনতা-ধনে বঞ্চিত হইয়া দীন হীন কান্ধালের ন্যায় জেতৃপদতলে দ্লিত ও অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত হইতে থাকে, তথন কে তাহাকে সেই হুর্গতির চরমাবস্থা হইতে মুক্ত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে দকল প্রকার স্বার্থপরতার মূলে কুঠারাঘাত করিতে ধনমান ঐশ্বর্যার মমতায় জলাঞ্চলি দিতে,—এমন কি প্রিয়তম প্রাণকেও বিসর্জন দিতে কুন্তিত নহেন? বাহিরের সভ্যতা, বাহিরের অসংখ্য বিলাসসামগ্রী কথন কি কোন ভাতির মূলদেশ দৃঢ় করিতে দক্ষম হইয়াছে ? কথনই না, বরং ঐ সকল বহবাড়ম্বরে প্রমত্ত হইয়া কত দেশ উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে, ইতিহাসের প্রতি অক্ষর পরিকাররূপে তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহাম্মা লুথার বলেন:--

কোন দেশের সৌভাগ্য প্রচুর রাজস্বের উপর
নির্ভর করে না, কিষা সেই দেশের দৃঢ় গঠিত ছর্নের
উপর নির্ভর করে না, কিষা উহার প্রকাশ্য অট্টালিকার
সৌলর্ব্যের উপরও নির্ভর করে না; কিন্তু দেশের সৌভাগ্য
দেশের উন্ত অধিবাসী এবং বিঘান, জ্ঞানী ও চরিত্রবান
লোক সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে; ইহাতেই দেশের

Ţ

প্রকৃত প্রভাব, প্রকৃত বল, এবং প্রকৃত ক্ষমতা লক্ষিত হয়। *
নব্য আয়র্ল্যাণ্ডের একজন প্রধান নেতা, মহায়া কবিবর
ডেভিস বলেন:—

"স্বাধীনতা প্রমেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত হইতে আইনে, এবং ইহার জন্য ধার্মিক লোকের প্রয়োজন হয়। ধার্মিক ব্যক্তিগণই আমাদের দেশকে আর একবার একটা জাতিতে উনীত করিতে পারে।"

এখন তবে স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে জাতীয় অভ্যুখানের জন্য কি চাই। চাই কর্ণেলিয়ার মত গুণবতী রমণী, প্রেকাই-দিগের মত কুলপাবন জাভিগৌরব পুত্র। এই প্রকার চরিত্রবতী রমণী ও সলাণুশালী পুত্রগণ "কর্গাদপি গরীয়সী ' জন্মভূমির জন্য পুরাকালের স্পার্টান বা রাজপুত রমণী ও পুত্রের ন্যায়, অকাতরে অমান বদনে শত সহস্র নিগ্রাহ সহ্য করিয়া সর্বাপেকা প্রিয়তম প্রাণ পর্যান্ত বিসর্জ্জন দিয়া স্বদেশের অভ্যুত্থান সাধনে সক্ষম হয়েন। এই প্রকার পুত্র ও মাতা পাইলে যে কোন অধঃপতিত দেশের মলিন মুখ আবাব উজ্জ্বল হইতে পারে। যে দেশে এই প্রকার রমণী ও পুত্ররত্বের সংখ্যা অধিক, সেই দেশই উজ্জ্বল অক্ষয় কীর্ত্তিলাভে দক্ষম হইয়াছে, ইতিহাস তাহা স্থন্দাও করিতেছে। অধিক দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, অতীত ভারতের অপূর্ব্ব কথা একবার স্মরণ করিলেই হইবে। এই প্রকার অনেক রমণী ও পুত্ররত্ন এক-কালে ভারতের মুথ উজ্জল করিয়াছিলেন। সেই সকল রমণী ও প্তাগণ ভারতকে জগতের চক্ষে এক শ্রেষ্ঠ দেশ মধ্যে পরি-গণিত করিয়াছিলৈন। তাঁহাদিগেরই পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া

আমরা আজিও কত গৌরব করিয়া থাকি। কিন্ত আধুনিক ভারতের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। কয়জন এই প্রকার রমণী ও পুত্র দেখিতে পাইবেন ? ত্রেকাই-জননী কর্ণেলিয়া ও তাঁহার পুত্রসংক্রান্ত পূর্ব্বোক্ত ঘটনা কয়টা আপনার চক্ষে পতিত হইবে ? কয়জন রমণী পার্থিব মণিমুক্তাদি রত্ন অগ্রাহ্য করিয়া গ্রেকাইদিণের মত পুত্রের মূল্য ব্ঝিয়া তাহাদিগকে স্থাদর ও গৌরব করিয়া থাকেন ? স্পার্টান ও রাজপুতরমণীগণ অহস্তে সন্তানগণকে সমরদাজ পরাইয়া ভীষণ সমরক্ষেত্রে পাঠা-ইয়া দিতেন। আজ ভারতের কয়জন রমণী এই মহান দুষ্টান্তের অনুসরণ করিতে পারেন? যে দেশের অধিকাংশ লোক ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন; অশন বসন প্রভৃতি সহজে জুটিলে যাহারা স্থগে নিদ্রা যাইতে পারে, দেশের প্রতিযে একটা কর্ত্তব্য আছে, এ জ্ঞান যাহাদের মধ্যে প্রক্টিত হয় নাই ; যে দেশে শিক্ষিত ক্নতবিদ্য বলিয়া বাহার। প্রিচিত, তাঁহাদের মধ্যেও অধিকাংশ ব্যক্তি সংসাহসের ও रेनि किवला श्रीति हम पिटि मक्स नरहन, किह किह आवाद এতদূর অভিমানী যে অভিমানের পূজার অণুমাত্র ক্রটি হইলে, মাতৃভূমিরও প্রকৃত হিতকর কার্ণ্যে স্বতঃপরতঃ সতত্ই কণ্টক নিক্ষেপ করিতে কুঠিত নহেন, স্বার্থপরতায় অন্ধ হইয়া সত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতেও পশ্চাৎপদ নহেন; যে দেশে গ্রামে গ্রামে দলাদলির গণ্ডগোল; যে দেশে কোন জনহিতকর সমিতি ২া৪ বৎসরও সন্তাবের সহিত মিলিত ইয়া কার্য্য করিতে পারে না; যে দেশে দেশের অর্দ্ধেক বলস্বরূপ নারীজাতির অশেষ হরবস্থা; যে গেশে ধনকুবেরগণ অর্থের স্থাবহার বিষয়ে অনভিজ্ঞ, বৃথা আমোদ প্রমোদে বাহাদের হস্ত উন্মৃত্য, কিন্তু দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধক অন্তুষ্ঠানে বাহাদের মৃষ্টি কঠোররূপে আবদ্ধ; যে দেশে দরিস্তাণ সামান্য উদরার ও লজ্জানিবারক বসনের চিন্তার দিবানিশি ব্যতিব্যস্ত হইরা জ্ঞানের মর্যাদা ও উপকারিতা বৃঝিতে অক্ষম, সেই দেশের উত্থান এখনও স্থান্ব-পরাহত, সে দেশের অধিবাদিগণ এখনও জগতের চক্ষে একটা জাতি বলিয়া পরিচিত হইতে অনেক বিলয় আছে।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা যদি সত্য না হইবে, তাহাহইলে আজ ভারতের অসংখ্য পুরুষ ও রমণীর নিকট চরিত্রবান্ অপেক্ষা ধনবানের অধিকতর আদর কেন? কেন আজ ভারতরমণী বস্তালঙ্কারের জন্য এত অ্যথা লালায়িত? কেন ভারতসন্তান মৃত্যুকালে প্রিয়তম বংশধরদিগের জন্য ্রপ্রভূত সম্পত্তি রাখিয়া যাইতে পারিলেই আপনাকে কুতা**র্থ** দ্রান করেন ? অপরস্ত সেই সন্তানদিগকে চরিত্ররূপ অমূল্য গনের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইতে ততদ্র উৎস্ক নহেন ? েন আজ ভারতের চারিদিকে অসংখ্য বৈষম্য দৃষ্ট তইতেছে গু পরিবারে পরিবারে, সমাজে সমাজে, প্রদেশে ্রতেশে, এত বৈষম্য কেন ? কেন ইহার আর উত্তর দিবা প্রয়োজন নাই। পূর্বের যাহা বলা হইয়াছে, ভাহাতে 🐃 🗦 প্রতীতি হইবে ভারতে আজ চরিত্রবান্ লোকের সংখ্যা ্বিলে । সৃষ্টিমের চরিত্রবান লোক লইয়া কৃত দেশ উত্থান করিতে সক্ষম ইব্রাছে," আজ কিনা পঞ্চবিংশতি কোনী ভারতবাসীর মধ্যে এট প্রকার জনকমেক লোকও খুঁজিয়া পাওয়া, ছর্ঘট ! ভারতের পুনরভাদেরের জন্য চরিত্রবান লোক চাই। তাঁহারাই অশেষ বৈষমা দ্র করিয়া অধঃপতিত ভারতকে পুনক্থিত করিবেন। তবে আর কেন নিদ্রা যাও, সকলে জাগ্রত হও, আপন আপন চরিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ধন অপেক্ষাইহার সমাদর করিতে শিক্ষা কর।—ইহাই ভারতের উথানের ম্লশক্তি, ইহাই ভারতের দাঁড়াইবার অটল ভিত্তিভূমি, ইহাই ভারতের অভ্যাথানের মূল্মন্ত্র।

त्मीन्नर्य J-ङच् ।

মানব-প্রকৃতি পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া বায় যে ইহা প্রধানতঃ বৃদ্ধি এবং কতকগুলি প্রবৃত্তি লইয়া গঠিত হইয়াছে। অল্ল চিন্তা করিলে স্পষ্টই প্রতীতি হইবে বে শোভান্নভাবকতা বা সৌন্দর্যাবোধ উহাদের মধ্যে অন্যতম একটা প্রধান প্রবৃত্তি। মহুষ্য সমাজের প্রথমাবস্থা হইতে বর্ত্তনান काल भगा छ मकल (मर्भ, मकल मनर्थ, मकल व्यवशाय, नवुनावी व মধ্যে এই প্রবৃত্তির অল্লাধিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওরা দার। ष्परमा रेशं श्रीकार्या (य. श्रांन, कान ও अवरा (स्राप्त দৌলব্যের আদর্শ অত্যন্ত বিষদৃশ-এমন কি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীতভাবাপন হইয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া শোভাত্মভাবকতা বৃত্তির আদৌ অসম্ভাব হইতেছে এই প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কোনক্রমে যু•জিসঙ্গত নহে। মানিলান এক দেশের লোক যাহাকে স্থন্দর বলিতেছে, অপর দেশের লোক তাহাকে স্থন্দর না বলিয়া তদ্বিপরীতকে স্থন্দর নামে অভিহিত [•]করিতেছে—বেমন ছোট পা,ছোট চোক, চেপটা মুধ,

চাৰুনীতি পাঠ।

কাল দাঁত, রেথা মাত্র হত্যাদি চীন দেশীয় রূপসীর লক্ষণ; অপরস্ত অপরাপর দেশে উক্ত আক্বতির নারী ''স্থন্দরী'' নামে অভিহিত হওয়া দূরে থাকুন ''কুৎসিত"বলিয়া সকলেরই নিকট উপহাসাম্পদ হইবেন। কিন্তু সেই হেতু মন্ত্র্য্যের সৌন্দর্য্য-বোধ-শক্তির অভাব, এ কথা কথনই কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না। আনাদের দেশে সাঁওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতিদিগের মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার্য্য আপনাদিগকে স্কুশ্রী দেখাইবার জন্য শরীর ও পরিচ্ছদের নানাবিধ পারিপাট্য সাধনে যত্ন করে। তাহারা আপনাদিগের বাসগৃহ নানা রদে চিত্রিত করে, কেশ বিন্যাস করিয়া বিহঙ্গের চিত্র বিচিত্র পুচ্ছ তাহাতে সংলগ্ন করিয়া দেয়, বনলতা ও বনকুস্থমাবলী তাহাদের অলম্বারের কার্য্য সাধন করে। এই অসভা জাতি হইতে সভ্য সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সেখানে নরনারী কেবল সৌন্দর্যোর জন্য নিয়ত লালায়িত হইতেছে।— কত চিত্র বিচিত্র হর্ম্য নির্মিত হইল, তাজমহলের স্কৃদ্য চূড়া গুগুণ স্পূৰ্শ করিল, কত দেশ হইতে কত শিল্পী আদিয়া বহুমূল্য প্রস্তর ও হীরকখণ্ডে ভাহার শোভা সম্পাদন করিল, কভ রমণীয় উদ্যান মহুযোর যত্ন ও বুদ্ধি বলে অপূর্মে শোভা ধারণ করিল, মর্ত্ত্যের অমরাবতী মৃদৃশ পারিস নগরে পরিচ্ছদের কত পারিপাট্য সাধিত হইল, ঢাকা নগরীতে কত্শত চিক্রণ বসন ও কাশীরে জগৎবিখ্যাত শাল প্রস্তুত হইল, কামিনী শরীরের শোভা সম্পাদনার্থ অর্থকারগণ কত অন্দর স্থন্তর অলহার গঠন করিল, গমনাগ্মনের স্থবিধার জন্য কত আশ্চর্য্য ও বিচিত্র যান নির্মিত হইল, প্রকৃতির মোহন দৃশ্যু স্থায়ী করিবার জন্য

রাফেলের হত্তে কতশত স্থচাক চিত্র অন্ধিত হইল, কল্পনার চক্ষে স্বর্গের শোভা প্রদর্শন করিবার জন্য কবি ও চিত্রকর উভয়ে উভয়ের যন্ত্র, বর্ণ ও তূলিকা চালিত করিল—ভারতে কন্দর্প ও রতি, গ্রীদে ভিনম ় কিউপিড, সাইসী প্রভৃতি অতৃলিত সৌ-ন্দর্যোর আদর্শ পুরুষ ও স্ত্রী রত্ন স্বস্ত হইল, ভাস্তরগণ প্রস্তর-খণ্ড সকলকে জীবস্ত মূর্ত্তিতে পরিণত করিল, তবুও মানবমন অমৃতসম সৌন্দর্য্যরদ পান করিয়া পরিতৃপ্ত নহে।—ইহাবার। ম্পট্টই প্রতিপন্ন হইতেছে সকলেই সৌন্দর্য্যের প্রয়াসী। সামান্য শিশুর প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে সে প্রকুল কুস্থম বা পূর্ণিমার শশধর দর্শন করত আকৃত্ত হইয়া জননীর বক্ষ रहेरा छ दि रख धामात्र करत, जानत्मत नक्ष्ण छाहात नगरन ও সমগ্র বদনমভূলে প্রকাশ পায়। শিশু যে সকল দুব্য লইয়া ক্রীড়াকরে, তাহা নানাবর্ণে চিত্রিত হয়: কেন না যাহা কিছু স্থন্দর, তাহার প্রতি তাহার মন স্বতঃই আসক্ত হয়। আবার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার যে সকল বস্তুর প্রয়োজন হয়, সে সকল কেবল কার্য্যসাধক মাত্র হইলে চলিবে না, তাহা স্থন্দর হওয়া চাই। সে যে পুস্তক পাঠ করিবে, তাহার বাঁধুনী উৎকৃষ্ট হওয়া চাই ; সে বে পাছকা পরিধান করিবে, তাহা কেবল অধিক দিন স্থায়ী হইলে চলিবে না, তাহা দেখিতে স্থঠাম হওয়া চাই; সে যে বদন পরিধান করিবে, তাহা কেবল শরীরের আচ্ছাদক মাত্র হইলে চলিবে না, তাহা স্থদৃশ্য হওয়া চাই; যে ছত্র তাহার মন্তককে রোদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে তাহা সুচারুরপে গঠিত হওয়া চাই; এইরূপে সকল বিষয়ে দ্ধৌন্দর্যা স্বৃহার আভাস পাওয়া বায়। বাস্তবিক ক্র শিশু

হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যান্ত সকলেই সৌন্দর্য্যের দাস। কে জানে বিধাতা সৌন্দর্য্যের সহিত মানবমনকে কেমন বাঁধিয়া বাথিয়াছেন ? যাহারা আমার কেহ নয়, আমার পরিচিত वा जाजीय तकरहे नय, याहानिगत्क शृत्स कथनए तिथ नाहे, অণচ সেই স্থন্দর বালক বালিকা পথ দিয়া বাইতেছে দেথিয়া কেন ইচ্ছা হয় তাহাদিগকে কাছে বসাইয়া "তাহারা কে ?"অব-গত হই ? অপরম্ভ আরও কত বালক বালিকা রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে আনার দৃষ্টিত আরু ইয়ে না! ঐ বে বিক্সিত কুম্বন চারিদিকে শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিয়া প্রবন্তরে হেলিতেছে ছলিতেছে, কেন আমার প্রাণ তাহা দেখিলা আঠাই হইল ?—এ বে ফলবান্ বুক্ষ ফলভরে অবনত হইন। ভূনিকে চুম্বন করিতেছে,—ঐ বে স্ন্<u>রব্যাপী শ্যামল</u> শ্লাফেত্র মৃত্মনদ সমীরণে তরঙ্গের আকার ধারণ করিরাছে, ঐ যে প্রশান্ত স্বচ্ছদরোবরবক্ষে পার্মস্থ বুক্ষের ছায়া ও প্রকুল্ল পদ দিবং কম্পিত হইতেছে, ঐ বে অন্তেদী অচল উর্দ্ধ শিরে দণ্ডারনান,—ঐ যে স্রোতম্বতী বম্বধার মেণলার ন্যায় শোভণানা,— ই যে নিঝ রিণী ঝর্ ঝর্ শবেদ জ্লোদণীরণ করিতেছে,—ঐ বে বৃক্ষশাথায় উপবিষ্ট স্থচাক বিহঞ্চের স্থস্থর-ল্হুরীতে দিগন্ত নিনাদিত,—ঐ বে তদ্মিনী রজনীতে অসংখ্য হীরকণও সদৃশ ভারকাবলী উদর হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে,—এ বে নীলুগগণে ত্র্য সঞ্চরণশীল হেম থালের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভায় উদ্য়াস্ত হইতেছে,—এ যে সপ্তবর্ণ ইক্র-ধয় স্থানর রঙ্গে 'শোভা পাইতেছে,—ঐ যে ঋতু পরিবৃত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ধরণী নানাবিধ মনোহর পরিচ্ছের ধারণ করিতেছে,— এই সকল অনিমেষ নয়নে দেখিবার জন্য কেন আমার মন প্রেয়ানী? ইহাদিগকে না দেখিলে আমার বাঁচিবার কি' কোন ব্যাঘাত হব? না, তাহা নয়, তবে কেন আমার প্রাণ দে নৌল্র্যাের অন্থন্য করে? অপর দিকে কেন আমি কুংসিত দৃশ্য দেখিতে ইচ্ছা না করি?—কেন আমি শুদ্ধ নুষ্ঠ, দৌরত বিহীন মান পত্র, কুস্থম ও ফলহীন রুদ্ধ, পদ্মহীন সরোবর, শস্য হীন ক্ষেত্র, স্থ্য ও চন্দ্রমাবিহীন গগ্ধ ইত্যাকার পদার্থ নিচর দেখিতে না চাই? ইহার কারণ কি এই নহে যে সেই সকল পদার্থ সৌল্র্যান হইয়াছে, তাই তাহারা নয়নান্দকর নহে, তাই তাহারা আমার প্রাণকে আকর্ষণ করিতে পারে না।

এই পর্যান্ত যে সৌল্বর্যের কথা হইল তাহা বাহ্য ছুল সৌল্বর্যা, বাহা ইন্দ্রিরের গোচর, বাহা জগতের সমস্ত নরনারী অলাধিক পরিমাণে ভোগ করিতে পারে। কিন্তু আর এক প্রকার সৌল্ব্যা আছে বাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে সৌল্ব্যা স্থান, নিগৃচ্ ও অতীন্ত্রির, স্ক্ষদর্শী স্থানিকিন্ত ছনম্বান লোক ভিন্ন অনা কেহ সে সৌল্ব্যা-স্থ্য ভোগ করিতে সমর্থ নহে। সাধারণের চক্র্ বেখানে কেবল প্রান্ত দেখিয়া প্রতিনিত্রত হয়, সে স্থল তিনি শোভাপুর্য দেখিয়া ভাব রাশিতে নিমল্ল হন। সাধারণের চক্র্ যেথানে কিছুই দেখিতে না পাইরা বা বস্তর বাহ্য গঠনাদি দেখিয়া ক্ষান্ত হয়, তিনি সেই বস্তর বাহ্যাব্যর ভেদ করিয়া ত্রিহিত অভ্যন্তরীশ নিগৃত্ব সৌল্ব্যা রাশিতে ভ্রিয়া যান, কিয়া সেই বস্ত্রকে উপলক্ষ্করিয়া, ক্ষান্ত শত শত চিন্তার প্রাচ্যান্ত্রপে সভিনিবেশ করেন ১

এই সকল দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার টুচকু বেন সাধারণ চকু হইতে স্বতন্ত্রভাবে জগৎ দর্শন করিয়া থাকে। বাস্তবিক যাহারা সতত নিম্ন ভূমিতে বিচরণ করিতে ভাল বাসে, তাহারা কেমন করিয়া স্বর্গের ছর্লভ শোভা দেখিতে পাইবে? যে চকু প্রকৃতির বহিরাবরণ ভেদ করিতে সক্ষম না হইল, তাহার পক্ষে জগতের অর্দ্ধেকের অধিক স্থথভাগুরে কন্ধ রহিল। যে চকু সমূথে অভিনীত ঘটনার মধ্যে প্রবেশ कतिया निशृष ভाব মনে উদ্দীপিত করিতে সমর্থ না হইল, সে চকু স্থলদশী ভিন্ন আর কিছুই নহে। অশিকিত চিস্তা-विशीनिष्टिशंत नगरक वहे स्टांक स्नृधनापूर्व छग९ विमन्न, मृद्धना विशेन পर्नार्थभूरञ्जत मगारवम जिन्न जात किहूरे नरह, কিম্ব প্রকৃত ভাবুক যিনি, তিনি এই প্রকাণ্ড ব্রন্ধাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থ ও ঘটনার মধ্যে এক নিগৃঢ় শক্তি,অবিরোধে স্থলরভাবে কার্য্য করিতেছে দেখিয়া আশ্চর্য্যে পুলকিত হন। তিনি সকল বস্তু ও ঘটনার মধ্যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পান। মানবের প্রকৃতি, চরিত্র, হৃদয়,মন ও আত্মার অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনি অবাক্ য়াহই যান ট্রেভিনি উহাদিগের ভিতর এমন সৌন্দর্য্য দেখিতে পান্যাহা ক্রিক্লনার অগোচর, যাহা কোন চিত্রকর অঙ্কিত করিতে সমর্থ নহে, যাহা সকল প্রকার পার্থিব ভৌতিক সৌন্দর্যাকে অতিক্রম করিয়া বিরাজ করে এবং যাহার কারণ অভৌতিক বলিয়া কেবল অনুভবাত্মক-বর্ণনীয় নছে। ধোলাপ বা পূর্ণিমার শশধর অসাধারণ সৌন্দর্য্যে জগতের চকু আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয় বটে, কিন্তু গোলাপ ুবা हत्स्वत भोनपा अरथका धर्यवीतिनिरंगत अनलायम ब्हेश्मार,

অমিত চরিত্রের বল, অচলসম অবিচলিত হিদ্যু, সকল প্রকার বিপদ ও নির্যাতনের মধ্যে অকুটিত ধর্মভাব এবং প্রিয়তম ঈশ্বরের জন্য জীবন দান কি শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ নহে ? তাঁহা-দের পরতঃথকাতর হৃদয়, দীন তঃথীর তঃথের উপশ্যে অপরা-জিত সহিষ্ণুতা ও অবিশ্রান্ত পরিশ্রম, অজ্ঞান ও কুসংস্থার দূরী-করণার্থ প্রাণপণ চেষ্টা, অশান্তির পরিবর্ত্তে শান্তি, অপ্রেমের স্থানে পেম সংস্থাপন, জগতের হিতার্থ প্রাণ সমর্পণ কি শত সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ নহে १—দেশ-হিতৈষীর স্বদেশের চুর্গতি পরিহার নিমিত্ত ঐকাস্তিক যত্ন, দিবানিশি দেশের হিতকর ও উন্নতিসাধক উপায় উদ্বাবনে প্রগাট চিন্তা-শ্যুনে স্বপ্নে জাগ্রতাবস্থার যে চিন্তার বিরাম নাই, কিসে জাতীয় ধন বৃদ্ধি ट्टेटन, किरम नामरवत नृष् भृष्यन हिन्न ट्टेग्ना विरन्नीय জাতির অত্যাচার হইতে দেশ উদ্ধার হইবে, কিলে জন-সাধারণের গৃহে গৃহে স্থুখ শান্তি বিরাজ করিবে ইত্যাকার বিবিধ চিন্তা ও কার্য্যে জীবনক্ষেপ কি শতসহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ নহে ү গৃহত, প্রভাত হইবা নাত্র, স্ত্রীপুলকন্যাগণে পরি-বেষ্টিত হইয়া গৃহদেবতা প্রমেশ্বের উপাদনাতে দৈন্দিন কার্যক্ষেত্রে পদক্ষেপ করিতেছেন; তাঁহার স্ত্রী সকল অবস্থায় তাঁহার স্থগছঃপভাগিনী হইয়া যথার্থ "সহ্ধর্মিণী" নামের যোগ্যা হুইরাছেন; তাঁহার পুত্র কন্যা বিনীত ও বাধ্য হুইরা পিতা নাতার আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে ; কলহ, বিবাদ, অপ্রেম, অশান্তি তাঁহার গৃহে স্থান পায় না, সেই গৃহের দৃশ্য কি মনোহুর নহে ? ইহার ভিতর কি সৌন্দর্যা 'নিহিত নাই ? 🔄 যে মহাত্মা ঈশা ঈশবের পিতৃত্ব ও নরের ভাতৃত্ব সম্বন্ধ জগতে

বোষণা করিলেন, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য সংস্পানের জন্য অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়া অবশেষে ক্র্শে বিদ্ধ হইয়াও শক্রর হিতার্থ জগংপিতার নিকট শ্কাতরে প্রার্থনা করিতেছেন "পিতঃ! তাহাদিগকে ক্ষমা কর, কারণ তাহারা কি করিতেছে জানে না।" এই অমাতুষী জীবনের দৃশ্য কি স্থলর নহে ?—ঐ যে মহাত্মা শাক্যসিংহ নরনারীর মুক্তির পথ প্রদর্শন করিবার জন্য রাজপুত্র হইয়াও স্কল ঐশ্বর্য্য স্থুপ পরি-ত্যাগ করিয়া নিতান্ত দীনহীন ভিখারীর বেশে পিতার গৃহ हरेटा वहिर्भेठ हरेटलन, **धरे महामात जीव**रनत पृशा कि মনোহর নহে ?—ঐ বে শ্রীচৈতন্য ভক্তিহীন নীরদ প্রচণ্ড জ্ঞানাভিমানপূর্ণ বঙ্গে ভক্তিনদী প্রবাহিত করিবার জন্য বধূ বিফুপ্রিয়া ও জননী শচী দেবীকে পরিত্যাগ করিয়া, সংসারের সকল স্থভোগ হইত জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া লোকের ছারে ছারে প্রির "হরিনান" ঘোষণা করিয়া বেড়াই-লেন, যোর পাষণ্ড ছরু তি জগাই মাধাইকে বিশ্বজনীন প্রেমদানে উদ্ধার করিলেন, যে জাতিভেদ প্রথা নরনারীর স্বাভাবিক ভ্রাতৃত্গিনী ভাব দূর করিয়া দেয়, সকল প্রকার জাতীয় উন্নতির পথে কণ্টক নিক্ষেপ করে, ভারতের অশেষ হুর্গতির কারণ সেই জাতিভেদ প্রথা যিনি উন্মূলন করিলেন, "আহ্মণ শুদ্রে প্রভেদ" একথা আর বাঁহার হৃদয়ে হান প্রাপ্ত হইল না, যবন হরিদাস ও হিন্দুদিলের অপ্রশা চণ্ডালও ঘাঁহার প্রেমা-লিজন প্রাপ্ত হইল, বিনি মধুর হরিনান ভনাইয়া তাহাদিগকে ক্তাই্থ করিলেন, সেই মধুময় জীবনের দৃশ্য কি मर्ताहत नरह ? कल्मा वर्मत खलील हहेन मश्चा क्रेमा,

বুদ্ধ ও চৈতন্য ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, তব্ে কেন আজ পৃথিবীর লোক জাঁহাদের পবিত্র চরণে ভক্তিউপহার প্রদান করিতেছে ? কেন তাঁহাদের প্রদর্শিত ধর্মপথে বিচরণ করিতেছে? ইহার কারণ কি এই নহে যে তাঁহাদের চরিত্র সাধারণ লোকচরিত্র হইতে শত সহস্রগুণে স্থলর ছিল ?--প্রাপ্তক মহাত্মাদিগের চরিত্রের কয়েকটা বিশেষভাব আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে তাঁহাদের চরিত্র কত মহৎ ও স্থানর ছিল, দেখিবে;যে তাঁহাদের চরিত্র অনুপম। স্বর্গ 🖲 নরকে যে প্রভেদ, আলোক ও অন্ধর্কারে যে প্রভেদ, আমাদের ও তাঁহাদের চরিত্রগত পার্থক্য তদপেক্ষা অল্প নহে। যে মৃত্যুর নামে আমাদের হুৎকম্প উপস্থিত হয়, প্রাণের বাঁধন ছিঁড়িয়া যায়, কেননা ক্লতান্ত আমাদিগকে পার্থিব বকল প্রকার প্রিয়তম পদার্থ হইতে চিরদিনের মত বিচ্ছির করিবে, তাঁহারা দেই ভয়ানক মৃত্যুকে আপনাদিগের মত ও বিখাস রক্ষা করিবার জন্য প্রিয়বন্ধুরূপে আলিঙ্গন করি-যাছেন! আমাদের শরীরে সামান্য কণ্টক বিদ্ধ হইলে কতই ক্লেশ অত্নত্তব করি, কিন্তু তাঁহারা কেহ বা তীক্ষধার লোহ-শলাকায় বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কেহ বা জলস্ত চিতাতে আপনাদের শরীরকে ভত্মসাৎ করিয়াছেন, কেহ বা অগ্নিময় লোহ থটার উপর শান্তিত হইয়া বলিয়াছেন " এক পাশ ভাজা ভাজা হইয়াছে, আরু এক পাশ উন্টাইয়া দেও '' ইত্যাকার লোমহর্ষণ কাও যাঁহাদের জীবনে ঘটিয়াছে, ठाँशाम्ब कीवानव महस ७ (मीनवा कि तकह असीकाव ক্রিতে পারে 🕻 ? ইতিহাস পাঠ করিয়া কত বিষয় শিক্ষা

করিয়াও আবার বিশ্বত হইতে হয়, কিন্তু এ প্রকার ঘটনা কি কথন বিশ্বত হইতে পাঃ বায় ? ইংলণ্ডের রাজী রক্তপিপাস্থ মেরীর সময়ে রিড্লী ও লাটিমার ঐ যে মিথফিল্ডের জ্বলস্ত চিতায় দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছেন, আর দীখরের নিকট বল প্রার্থনা করিতে করিতে একজন অপরকে বলিতেছেন "ভ্রাতঃ । প্রফুল্ল ছও,ভন্ন নাই, অন্য আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে অগ্নি প্রজ্ঞলিত করিব, ভাছা কথনও নির্কাপিত হইবে না।" এই দৃশ্য এই বাক্য কি কেহ বিশ্বত হইতে পারেন? মহাত্মা সার ফিলিপ সিড্নি রণকেতে আহত হইয়া পিপাসায় শুফতালু হইয়াছেন, পানপাত চুম্বন করিতে উদ্যত, অমনি তাঁহার অপেক্ষা অধিক সাজ্বাতিক-ক্সপে আহত মৃতকল্প দৈনিকেব দাকণ পিণাদা নিবৃত্তির জন্য যে স্বহস্তাহিত পানপাত্র অগ্লানবদনে তাহাকে দিয়া বলিতেছেন " তোমার অভাব আমার অপেকা অধিক " এই শ্বগীর দেবোপম দৃশ্য কি কেহ কথনও ভূলিতে পারেন? ক্থনই না। আমাদের হৃণয় এতদ্র সন্ধীর্ণ যে নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন অন্য কাহাকেও হৃদরের প্রীতি প্রদান করিতে পারি না, यि (क्र आभाि कारक जानवाि मितन जरत जाँहारक আমরা ভালবাদিতে পারিলাম, কিন্তু তদিপরীতাচরণ করিলে তাহাকে ভালবাসা দূবে থাকুক আমরা তাহার প্রতি থজাহস্ত ছই; কিন্তু মহাত্মা ঈশা শত্রুদিগকেও প্রীতি করিবার আদেশ ও স্বকীয় জীবনে তাহার পরাকাঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাত্মা শ্রীচৈতন্য শিষ্যবৃদ্দে পরিবৃত হইয়া সম্বীর্ত্তন করিতেছেন, মাধাই নিত্যানলের মন্তক হইতে রক্তপাত করিলে, শিষাগণ खिलिगांव नहेवांत्र मानतम मकत्नहे छेत्गांगी, किस किन

সকলকেই প্রতিনিবৃত্ত করিয়া বলিলেন, ''মাধাইরে মেরেছিস্ কল্সির কানা, তাই বলে কি প্রেম দিব না "। এই অমার্ষী উদার প্রীতির পরিচয়, যে প্রীতি বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত, যাহা পাত্রা-পাত্র ভেদ অপেক্ষা করে না, সত্য সত্যই জগতের চক্ষু চিরকাল আরুষ্ট করিবে। আমরা রিপুপরবশ হইয়াকত সময় কত গহিতি কার্য্য করিয়া জীবনকে কলঙ্কিত করি, শত প্রতিজ্ঞা করিয়াও ইক্রিয় দুমন করিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের ঈশ্বরা-মুরাগ এতদুর প্রবল ছিল, তাঁহাদের ধর্মভাব এতদূর প্রগাঢ় ও স্বাভাবিক ছিল, যে তাঁহারা যে কেবল চেষ্টা করিয়া ইন্দ্রিয়-গণকে বশীভূত রাথিতেন, পাপচিন্তা ও পাপকার্য্য হইতে বিরত থাকিতেন ভাহা নহে, কিন্তু সেই প্রকার চিন্তা ও আচরণ করা তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়াছিল। এই দকল মনীষীদিগের দৃষ্টান্ত পরিত্যাগ করিয়া অপেক্ষা-কৃত সামান্য জীবনের ছএকটা উল্লেখ করিলেও দেখিতে পাওয়া যায় যে আমাদের জীবন কত অসার। ঐ যে একজন দরিদ্র চর্ম্মকার পোর্টস মাউথ নগরে ছিলপাছকা-সিবন-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও একটা ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র কুটীরে যে সকল বালক বালিকার পিতা মাতা বা অনা কোন বক্ষক ছিল না. অথবা থাকিলেও যাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, ধর্মবাজক বা রাজপুরুষেরা যাহাদিগের অনুসন্ধান লইতেন না. সংসাবের বিলাসপরায়ণ ধনীগণ আআমুখভোগে রত থাকাতে যাহাদের তত্ত্ব লইবার ব্যবকাশ পাইতেন না. সেই স্কল অনাথ বালক বালিকাদিগকে সমবেত করিয়া প্রত্যহ শিক্ষা প্রদান করিতেন; নিজের সামান্য অন বল্লের

স্তান করিবার জন) ওরতর পরিশ্রম করিয়াও যিনি পাঁচ শত ছিল্লবস্ত্রপরিহিত বালক বালিকাদিগকে ছঃখছর্গতি হুইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেই মুচী—আমাদের জাত্য-ভিমানী হিলুজাতির মধ্যে যে অম্পুশ্য বোধে সমাজের হের ও নিন্দিত—দেই মৃচী জন পাউওস্পাঁচ শতাধিক আত্মার সকাতি সাধন করিলেন। অহো! এতাদুশ মহাত্মার জীবন কি यशीर्व भोन्दर्श विভृषिত नटर ? এ জीवत्नत्र कार्यातिश्वा कि আমাদের নিজ জীবনের প্রতি ধিকার উপস্থিত হয় না ? বাস্তবিক আমরা কি মন্ত্রা? আমরা নিতান্তই জড়! তাই আমাদের জীব-নের কোন মূল্য নাই, কোন মনোহারিত। নাই। यहि আমাদের জীবনের মূল্য থাকিত, যদি তাহাকে সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিতে পারিতাম, তাহা হইঁলে শত শত লোক আমাদের চরিত্র দেখিয়া আকৃষ্ট হইত ৷ অনলের সৌন্দর্যা দেখিয়া প্রক্ল বেমন স্বতঃই আক্ত হয়, মিষ্ট প্রাথেরি আন্তান পাইয়া পিশীলিকা, মৃক্ষিকা প্রভৃতি যেমন আরুষ্ট হয়, সেই প্রকার আমাদের চরিত্র যদি মধ্মর সৌন্দর্যো পূর্ণ হইত তাহা হইলে দলে দলে লোক আরু ইইত। যেথানে সৌন্দর্য্য সেই থানে ভালবাদা। ভালৰাদার তত্ব বিনি আলোচনা করিয়াছেন, তিনি আনা-बारम वृद्धिट পातिरवन रव सोमाया भातीतिक, मानिक, বা আধ্যাত্মিক, যে প্রকার হউক, মানবদ্ধয়তে অদৃশ্যু বন্ধনে আপনার বিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তবে তুমি বিলাপ করিও না বে লোকে আমাকে গ্রাহ্য করিল না, স্থ্যাতি -অব্যাতির প্রতি বধির হুইয়া কুদু পরিমিত শক্তি হউক কিত নাই, দেই খুক্তিমতি সম্বল লইয়া, স্ক্ৰণক্তিমান ঈশ্বের

প্রতি নিভর করিয়া কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও, জীবনে এক একটী ব্রত গ্রহণ কর, সেই ব্রত উদ্যাপনের জন্য সর্বাদা সচেষ্টিত থাক, তোমাকে আর ভাবিতে হইবে না,জীবন আপনা-হইতেই স্থানর হইতে স্থানরতর হইবে, স্বর্গীর লাবণ্য তোমার মুথে প্রতিফলিত হইবে। অপরস্ত যদি তুমি ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া দিবারাত্রি পশাচারে রত থাক, জদয়ে পাপ পোষণ কর, তোমার স্বাভাবিক সৌন্দর্যা দিন দিন হীনপ্রভ হইবে। আর তোমার পবিত্র বাল্যের হীরকোজ্জল জ্যোতি: থাকিবে না, আর তোমার শৈশবের নয়নানন্দকর লাবণ্য মুখে বিরাজ করিবে না, তুমি পাপে পাপে জর্জারিত হইরা বিভৎ্য বেশ ধারণ করিবে। কত শত স্থা পুরুষ ও রমণী পাপ কার্য্যে রত থাকিয়া ভীষণ মূর্ত্তি বারণ করিয়াছে, তাহাদের শারীরিক অশেষ সৌন্দর্যা পাকিলেও তাহা-দের পানে তাকাইতে ভয় হয়,অপরস্ক কতশত ব্যক্তি শারীরিক সৌন্দর্য্যে হীন হইয়াও নৈতিক সৌন্দর্য্য প্রভাবে স্থলর ও প্রিয়-দর্শন হইয়াছেন। কবিগণ স্কুচারুচ্ছন্দে তাঁহাদের কীর্ত্তি গ্রাথিত করিয়া অক্ষয় করিয়াছেন, চিত্রকরগণ তাঁহাদের মূর্ত্তি সাদরে অঙ্কিত করিয়া অমর করিয়াছেন, লোকে তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য দর্মদাই আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, কথনও তাঁহা-দিগের প্রিয় স্মৃতি চিত্ত হইতে অপস্তাকরিতে ইচ্ছা করেন না।

মনি সৌন্ধ্যাত্মভন-শক্তি আমাদের স্বাভাবিক ও সকল স্থাবর ব্লীভূত, কারণ হইল, তবে যেন আমরা স্থানিকার অভাবে এই শক্তিকে হ্রাস করিয়া বা ফেলি, প্রকৃত স্থানর কি, তাহা যেন বিচার করিতে সক্ষম হই, বাহ্যিক আকার-গত অসার পরিবর্ত্তনশীল সৌন্ধ্যার প্রতি আকৃত্ত হইয়া

যেন প্রকৃত নিতা সৌন্দর্য্যের আস্বাদ লাভে বঞ্চিত না হই। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখিয়া যেন, দেই প্রকৃতিকে যিনি স্থন্দর করিয়া সাজাইলেন, সেই বিশ্বকারণ পরম স্থন্দরের দিকে অগ্রসর হই, সৌন্দর্যাবোধ যদি স্বাভাবিক হইল, তবে যে मोन्नर्ग नर्खक विलामान, कानकारण माराज शतिवर्खन नारे, বে সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ ইইয়া ভারতের প্রাচীন ঋষিগণ সংসারের বিষম কোলাহল অতিক্রম করিয়া কেছ বা গভীর অরণ্যে, কেহ বা পর্বতগুহায়, কেহ বা শান্তিরসাম্পদ আশ্রমে ্যোগ ধ্যানে রত থাকিতেন, পার্থিব তাবৎ স্থুথকে জলাঞ্জলি দিতেন, সেই ভূমা সৌন্দর্য্যের প্রতি অনিমেষ নয়নে দৃষ্টি করাই যেন জীবনের কার্য্য হয়। পরম স্থন্দর জগতের অধিপতি অমাদিগের সকলকে সেই চক্ষুপ্রদান করুন যভারা তাঁহার সেই নিরাকার অনস্ত সৌন্দর্য্য দেখিয়া নয়ন চিরদিনের তরে পরিতৃপ্ত হয়; আমাদিগকে সেই কর্ণ প্রদান করন याशाटा आमता छाँशात ज्ञानत नामज्ञशा शात ममर्थ हरे, এবং তাঁহার চরণ সংস্পর্শে আমাদিগের এই লৌহনর হৃদয়কে এক্রপ্র বিগলিত করিয়া দিন বাহাতে তাঁহার প্রেমস্রোতে

